নজরুল
কাব্য-সঞ্চয়

নজরুল কাব্য-সঞ্চয়

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—কার্তিক, ১৩৭৬

প্রকাশক

ময়ূখ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রক

শ্রীরামকৃষ্ণ রায়

সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫১, ঝামাপুকুর লেন,

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী

রবীন দত্ত

চার টাকা

ভাঙার গান

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল্ কর রে লোপাট
রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাঠান বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি ॥
গাজনের বাজনা বাজা
কে মালিক কে সে রাজা
কে দেয় সাজা মুক্ত-স্বাধীন সত্য কে রে।
হা হা হা পায় যে হাসি
ভগবান পরবে ফাঁসি
সর্বনাশী শিখায় এ হীন তথ্য কেরে।
ওরে ও পাগলা ভোলা
দেরে দে প্রলয় দোলা
গারদগুলা জোরসে ধ'রে হেচ্‌কা টানে
মার হাঁক্ হৈদরী হাঁক
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক
ডাক ওরে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবন-পানে
নাচে ঐ কাল-বোশেখী
কাটাবি কাল ব'সে কি ?
দে রে দেখি ভীম-কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি
লাথি মার্ ভাঙ্‌রে তালা—
যত সব বন্দীশালায় আগুন জ্বালা
আগুনজ্বালা ফেল্ উপাড়ি ॥

আয়রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ

আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ!
গাইবি আবার কণ্ঠ-ছেঁড়া বিষ-অভিশাপ-সিক্ত গান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

আয় রে আমার বাঁধন ভাঙার তীব্র সুখ
জড়িয়ে হাতে কাল্ কেউটে গোখ্‌রো নাগের পীত্ চাবুক!
হাতের সুখে জ্বালিয়ে দে তোর সুখের বাসা ফুল-বাগান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

বুঝিস্‌নি কি কাঁদায় তোরে তোরই প্রাণের সন্ন্যাসী!
তোর অভিমান হ'ল শেষে তোরই গলার নীল ফাঁসি!
(তোর) হাসির বাঁশী আন্‌লে বুকে যক্ষ্মা-রুগীর রক্ত-বান!
আয় রে চির তিক্ত প্রাণ!

ফানুস-ফাঁপা মানুষ দেখে হায় অবোধ
ছুটে এলি ছায়ার আশায় মাথায় তেমনি জ্বলছে রোদ।
ফাঁকির মানুষ ছাই হ'ল তোর খুঁজিস্ এখন রোদ-শ্মশান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

তুই যে আগুন, জল্ ধারা চাস্ কার কাছে?
বাষ্প হয়ে যায় উড়ে জল সাগর শোষা তোর আঁচে।
ফুলের মালার হুলের জ্বালায় জ্বলবি কত অগ্নি-ম্লান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

অগ্নি-ফণি! বিষ-রসানো জিহ্বা দিয়ে দিস চুমা,
পাহাড়-ভাঙা জাপ্‌টানী তোর—ভাবিস্ সোহাগ-সুখ-ছোঁওয়া!

মৃত্যুও যে সইতে নারে তোর সোহাগের মৃত্যু টান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

সুখের লালস শেষ ক'রে দে, স্বার্থপর !
কাল্-শ্মশানের প্রেত-আলেয়া ! তুই কোথা বল্ বাঁধবি ঘর ?
ঘর-পোড়ানো-ত্রাস-হানা তুই সর্বনাশের লাল-নিশান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

তোর তরে নয় শীতল ছায়া পান্থ তরুর প্রেম-অসার,
তুই যে ঘরের শান্তি-শত্রু রুদ্র শিবের চণ্ড মার
প্রেম-স্নেহ তোর হারাম যে রে কশাই-কঠিন তুই পাষাণ !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

সাপ ধরে তুই চাপ্‌বি বুকে, সইবে না তোর ফুলের ঘা,
মারতে তোকে বাজ পাবে লাজ চুমুর সোহাগ সইবে না !
ডাক-নামে ডাক তোর তরে নয়, আহ্বান তোর ভীম কামান !
আয় রে চির তিক্ত-প্রাণ !

ফণী-মন্‌সার কাঁটার পুরে আয় ফিরে তুই কাল্-ফণী,
বিষের বাঁশী বাজিয়ে ডাকে নাগ-মাতা—'আয় নীলমণি !'
ক্ষুদ্র প্রেমের শূদ্রামী ছাড়্, ধর্ ক্ষ্যাপা তোর অগ্নি-বাণ !
আয় রে আবার চির-তিক্ত প্রাণ।

বিদ্রোহীর বাণী

(১)

দোহাই তোদের ! এবার তোরা সত্যি ক'রে সত্য বল্ !
ঢের দেখালি ঢাক্ ঢাক্ আর গুড়্ গুড়্, ঢের মিথ্যা ছল ।
এবার তোরা সত্য বল ॥

পেটে এক আর মুখে আরেক—এই যে তোদের ভণ্ডামী,
এতেই তোরা লোক হাসালি, বিশ্বে হ'লি কম্-দামী ।
নিজের কাছেও ক্ষুদ্র হ'লি আপন ফাঁকির আফ্‌সোসে,
বাইরে ফাঁকা পাঁইতারা তাই, নাই তলোয়ার খাপ-কোষে ।
তাই হ'লি সব সেরেফ আজ
কাপুরুষ আর ফেরেব-বাজ,
সত্য কথা বল্‌তে ডরাস, তোরা আবার কর্‌বি কাজ !
ফোঁপ্‌রা ঢেঁকির নেইক লাজ !
ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টি দেখেই ঘর ছুটিস সব রাম-ছাগল !
যুক্তি তোদের খুব বুঝেছি, দুধকে দুধ আর জলকে জল !
এবার তোরা সত্য বল্ ॥

(২)

বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস্ স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই !
'ভারত হবে ভারতবাসীর'—এই কথাটাও বল্‌তে ভয় !
সেই বুড়োদের বলিস্ নেতা—তাদের কথায় চল্‌তে হয় !
বল রে তোরা বল নবীন—
চাইনে এসব জ্ঞান-প্রবীণ !

স্ব-স্বরূপে দেশকে ক্লীব কর্‌ছে এরা দিন্‌কে দিন.
চায় না এরা—হই স্বাধীন !
কর্তা হবার সখ সবারই, স্বরাজ ফরাজ ছল কেবল !
ফাঁকা প্রেমের ফুস-মন্তর, মুখ সরল আর মন গরল !
এবার তোরা সত্য বল্‌ ॥

(৩)

মহান্‌-চেতা নেতার দলে তোলরে তরুণ তোদের নায়,
ওঁরা মোদের দেব্‌তা সবাই কর্‌ব প্রণাম ওঁদের পায় ।
জানিস্‌ ত ভাই শেষ বয়সে স্বতই সবার মর্‌তে ভয়,
ঝড় তুফানে তাঁদের দিয়ে নয় তরী পার কর্‌তে নয় !
জোয়ানরা হাল ধর্‌বে তার
কর্‌বে তরী তুফান পার !
জয় মা ব'লে মাল্লা তরুণ ঐ তুফানে লাখ হাজার
প্রাণ দিয়ে ত্রাণ কর্‌বে মা'র !
সেদিন করিস্‌ এই নেতাদের ধ্বংস-শেষের সৃষ্টি কল ।
ভয় ভীরুতা থাক্‌তে দেশের প্রেম ফলাবে ঘণ্টা ফল !
এবার তোরা সত্য বল ॥

(৪)

ধর্ম-কথা প্রেমের বাণী জানি মহান্‌ উচ্চ খুব,
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙে মন্ত্র ঝাড়ে সে বেকুব ।
'ব্যাঘ্র সাহেব, হিংসে ছাড়, পড়্‌বে এস বেদান্ত !'
কয় যদি ছাগ, লাফ দিয়ে বাঘ অম্‌নি হবে কৃতান্ত !'
থাক্‌তে বাঘের দন্ত নখ
বিফল ভাই ঐ প্রেম-সেবক !
চোখের জলে ডুবলে গর্ব শার্দুলও হয় বেদ-পাঠক,
প্রেম মানে না খুন-খাদক ।

ধর্ম-গুরু ধর্ম শোনান, পুরুষ ছেলে যুদ্ধে চল্ !
সেও ভি আচ্ছা, মরব পি'য়ে মৃত্যু-শোণিত-এল্‌কোহল্ !
এবার তোরা সত্য বল্ ॥

(৫)

প্রেমিক ঠাকুর মন্দিরে যান, গাড়ুন সেথায় আস্তানা !
শবে শিবায় শিব কেশবের—তৌবা—তাঁদের রাস্তা না !
মৃতের সামিল এখন ওঁরা, পূজা ওঁদের জোরসে হোক,
ধর্মগুরুর গোর সমাধি পূজে যেমন নিত্য লোক।
তরুণ চাহে যুদ্ধ-ভূম !
মুক্তি-সেনা চায় হুকুম !
চাই না 'নেতা', চাই 'জেনারেল', প্রাণ-মাতনের ছুটুক ধূম
মানব-মেধের যজ্ঞধূম।
প্রাণ-আঙুরের নিঙ্‌ড়ানো রস— সেই আমাদের শান্তি-জল।
সোনা মাণিক ভাইরা আমার ! আয় যাবি কে তরতে চল্ !
এবার তোরা সত্য বল্ ॥

(৬)

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই করব সেথায় বিদ্রোহ !
ধামা-ধরা ! জামা-ধরা ! মরণ-ভীতু ! চুপ রহো !
আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ !
এই তুলালুম বিজয়-নিশান, মরতে আছি—মরব শেষ।
নরম গরম প'চে গেছে, আমরা নবীন চরম দল !
ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি, স্বর্গ কিংবা পাতালতল !

জাতের বজ্জাতি

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয় ত মোয়া ॥
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাব্‌লি এতেই জাতির জান,
তাই ত বেকুব, কর্‌লি তোরা এক জাতিকে এক শ' খানি !
এখন দেখিস্‌ ভারত-জোড়া
প'চে আছিস্‌ বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া ॥

জানিস্‌ না কি ধর্ম সে-যে বর্মসম-সহনশীল,
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল ॥
যে জাত-ধর্ম ঠুন্‌কো এত,
আজ নয় কাল ভাঙ্‌বে সে ত,
যাক না সে জাত জাহান্নামে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া ॥
দিন-কানা সব দেখ্‌তে পাস্‌নে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে,
কেমন ক'রে পিষছে তোদের পিশাচ জাতের জাঁতাকলে ।
(তোরা) জাতের চাপে মারলি জাতি,
সূর্য ত্যজি নিলি বাতি,
(তোদের) জাত-ভগীরথ এনেছে জল জাত-বিজাতের জুতো ধোওয়া ॥
মনু ঋষি অণু সমান বিপুল বিশ্বে যে বিধির,
বুঝ্‌লি না সেই বিধির বিধি, মনুর পায়েই নোয়াস্‌ শির ।
ওরে মূর্খ ওরে জড়,
শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়,
(তোরা) চিন্‌লিনে তা চিনির বলদ, সার হ'ল তাই শাস্ত্র বওয়া ॥

সকল জাতিই সৃষ্টি যে তাঁর, এ বিশ্ব-মায়ের বিশ্ব-ঘর,
মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্ম-পর।
(তোরা) সৃষ্টিকে তাঁর ঘৃণা ক'রে
স্রষ্টায় পূজিস্ জীবন ভ'রে,
ভস্মে ঘৃত ঢালা সে যে বাছুর মেরে গাভী দোওয়া॥

বলতে পারিস্ বিশ্ব-পিতা ভগবানের কোন্ সে জাত?
কোন্ ছেলের তাঁর লাগ্‌লে ছোঁওয়া অশুচি হন জগন্নাথ?
নারায়ণের জাত যদি নাই,
তোদের কেন জাতের বালাই!
(তোরা) ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মা'র মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া॥
ভগবানের ফৌজদারী-কোর্ট, নাই সেখানে জাত-বিচার,
(তোর) পৈতে টিকি টুপি টোপর সব সেথা ভাই একাকার!
জাত সে শিকেয় তোলা রবে,
কর্ম নিয়ে বিচার হবে,
(তা'পর) বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে, নরক কিম্বা স্বর্গে থোওয়া॥
(এই) আচার বিচার বড় ক'রে প্রাণ-দেবতায় ক্ষুদ্র ভাবা
(বাবা) এই পাপেই আজ উঠতে বস্‌তে সিঙ্গী-মামার খাচ্ছ থাবা!
(তাই) নাইক অন্ন, নাইক বস্ত্র,
নাই সম্মান, নাইক অস্ত্র,
(এই) জাত-জুয়ারীর ভাগ্যে আছে আরো অশেষ দুঃখ সওয়া॥

জাগৃহি

(তোটক ছন্দ)

'হর হর হর শঙ্কর হর হর ব্যোম্'—
একি ঘন রণ-রোল ছায় চরাচর ব্যোম্ !
হানে ক্ষিপ্ত মহেশ্বর রুদ্র পিনাক,
ঘন প্রণব-নিনাদ হাঁকে ভৈরব-হাঁক
ধু ধু দাউ দাউ জ্বলে কোটি নর-মেধ-যাগ,
হানে কাল-বিষ বিশ্বে রে মহাকাল-নাগ !
আজ ধূর্জটি ব্যোমকেশ নৃত্য-পাগল,
ঐ ভাঙ্‌লো আগল ওহে ভাঙ্‌লো আগল !
বোলে অম্বুদ-ডম্বরু কম্বু বিষাণ,
নাচে থৈ-তাতা থৈ-তাতা পাগলা ঈশান !
দোলে হিন্দোলে ভীম্-তালে সৃষ্টি ধাতার,
বুকে বিশ্বপাতার বহে রক্ত-পাথার !
ঘোর নির্ঘোষে 'মার মার' দৈত্য, অসুর,
প্রেত, রক্ত-পিশাচ, রণ-দুর্মদ সুর।
করে ক্রন্দসী-ক্রন্দন অম্বর রোধ—
ত্রাহি ত্রাহি মহেশ হে সম্বর ক্রোধ !
সুত মৃত্যু-কাতর, হাহা অট্টহাসি
হাসে চণ্ডী চামুণ্ডা মা সর্বনাশী।
কাল- বৈশাখী ঝঞ্ঝারে সঙ্গে করি'—
রণ- উন্মাদিনী নাচে রঙ্গে মরি !
উর- হার দোলে নরমুণ্ড-মালা,
করে খড়্গ ভয়াল, আঁখে বহ্নি-জ্বালা।

নিয়া   রক্তপানের কি অগস্ত্য-তৃষা।
নাচে   ছিন্ন সে মস্তা মা, নাই ক দিশা!
দে রে   রক্ত দে রক্ত দে' রণে ক্রন্দন
বুঝি   থেমে যায় সৃষ্টির হৃৎ স্পন্দন
জ্বলে   বৈশ্বানরের ধু ধু লক্ষ শিখা,
আজ   বিষ্ণু-ভালে জ্বলে রক্ত-টিকা!
শুধু   অগ্নি-শিখা ধু ধু অগ্নি-শিখা,
শোভে   করুণার ভালে লাল রক্ত-টিকা!
রণ-   শ্রান্ত অসুর সুর যোদ্ধৃ-সেনা,
শুধু   রক্ত-পাথার, শুধু রক্ত-ফেনা।
একি   বিশ্ব-বিধ্বংসী নৃশংস খেলা,
কিছু   নাই কিছু নাই প্রেত পিশাচ মেলা।
আজ   ঘরে ঘরে জ্বলে ধু ধু শ্মশান মশান—
হোক্   রোষ অবসান, ত্রাহি ত্রাহি ভগবান্!
আজি   বন্ধ সবার পূতি-গন্ধে নিশ্বাস,
বিষে   বিশ্ব-নিসাড়, বহে, জোর নাভি-শ্বাস!
দেহো   ক্ষান্ত রণে ফেলে রঙ্গিণী বেশ,
খোলো   রক্তাম্বর মাতা সম্বর কেশ,
এ তো   নয় মাতা রক্তোনমত্তা ভীমা!
আজ   জাগৃহি মা, আজ জাগৃহি মা!
তব   চরণাবলুণ্ঠিত মহিষ-অসুর,
হ'ল   ধ্বংস অসুর, লীন শক্তি পশুর।
তবে   সম্বর রণ, হোক্ ক্ষান্ত রোদন—
হোক্   সত্য-বোধন আজ মুক্তি-বোধন!
এসো   শুদ্ধা মাতা এই কাল-শ্মশানে
আজ   প্রলয়-শেষে এই রণাবসানে!
জাগো   জাগো মানব-মাতা দেবী নারী!

আনো হৈম ঝারি, আনো শান্তি বারি।
এসো কৈলাস হ'তে মাগো মানস-সরে,
নীল উৎপল দলে রাঙা আঁচল ভ'রে।
এসো কন্যা উমা, এসো গৌরীরূপে,
বাজো শঙ্খ শুভ, জ্বালো গন্ধ ধূপে !
আজ মুক্ত-বেণী মেয়ে একাকী চলে,
ঐ শেফালি-তলে হের শেফালি-তলে।
ওড়ে এলোমেলো অঞ্চল আশ্বিন-বায়,
হানে চঞ্চল নীল চাওয়া আকাশের গায় !
ঘোষে হিমালয় তার মহা হর্ষ-বাণী,—
এলো হৈমবতী, এলো গৌরী রাণী।
বাজো মঙ্গল শাখ, হোক শুভ-আরতি,
এলো লক্ষ্মী-কমল, এলো বাণী-ভারতী।
এলো সুন্দর সৈনিক সুর কার্তিক,
এলো সিদ্ধি-দাতা, হের হাসে চারিদিক্ !
ভরা ফুল-খুকী ফুল-হাসি শিউলির তল,
আজ চোখে আসে জল, শুধু চোখে আসে জল।
নিয়া মাতৃ-হিয়া নিয়া কল্যাণী-রূপ
এলো শক্তি-স্বাহা, বাজো শাখ, জ্বালো ধূপ
ভাঁজো মোহিনী সানাই, বাজো আগমনী সুর
বড় কেঁদে ওঠে আজ হিয়া মাতৃ-বিধুর।
ওঠে কণ্ঠ ছাপি' বাণী সত্য পরম—
বন্- দে মাতরম্ ! বন্দে মাতরম্ !

বোধন

১

দুঃখ   ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥
কেঁদো না, দ'মো না, বেদনা-দীর্ণ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি,
তুলিবে শুষ্ক শীর্ষে তোমারও সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি।
জীবন-ফাগুন যদি মালঞ্চ-ময়ূর-তখ্‌তে আবার বিরাজে,
শোভিবে ভাই, ঐ ত সেদিন, শোভিবে এ শিরও পুষ্প তাজে ॥

২

হ'য়োনা নিরাশ, অজানা যখন ভবিষ্যতের সব রহস্য,
যবনিকা-আড়ে প্রহেলিকা মধু—বীজেই সুপ্ত স্বর্ণ শস্য !
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত
ভয় নাই ভাই ! ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত !
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥

৩

দু'দিনের তরে গ্রহ-ফেরে ভাই সব আশা যদি না হয় পূর্ণ,
নিকট সেদিন, রবে না এদিন, হবে জালিমের গর্ব চূর্ণ !
পুণ্য-পিয়াসী যাবে যারা ভাই মক্কার পূত তীর্থ লভ্যে ;
কণ্টক-ভয়ে ফির্‌বে না তারা বরং পথেই জীবন সঁপ্‌বে।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।

অস্তিত্বের ভিত্তি মোদের বিনাশেও যদি ধ্বংস-বন্যা,
সত্য মোদের কাণ্ডারী ভাই, তুফানে আমরা পরওয়া করি না।
যদিও এ পথ ভীত-সঙ্কুল, লক্ষ্যস্থলও কোথায় দূরে,
বুকে বাঁধ্ বল, ধ্রুব অলক্ষ্য আসিবে নামিয়া অভয় তূরে।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত
ভয় নাই ভাই! রয়েছে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
কি ভয় বন্দী, নিঃস্ব যদিও, আমার আঁধারে পরিত্যক্ত
যদি রয় তব সত্য-সাধনা স্বাধীন জীবন হবেই ব্যক্ত!
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥
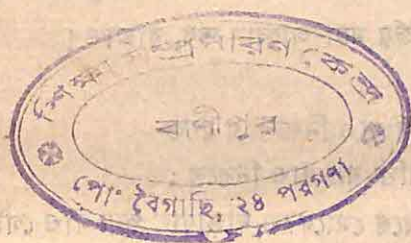
হাফিজের 'য়ুসোফে গুম্ গশতা বাজ্ আয়েদ্ ব-কিন্আন্ গম মখোর' শীর্ষক গজলের ভাবছায়া।

উদ্বোধন

বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও
ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জয় মহা-আহ্বান তব,
বাজাও—
অগ্নি-তূর্য কাঁপাক সূর্য
বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব—

দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!
নট-মল্লার দীপক-রাগে
জ্বলুক তাড়িত-বহ্নি আগে
ভেরীর রন্ধ্রে মেঘ-মন্দ্রে জাগাও বাণী জাগ্রত নব!
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি
ভিক্ষুকের এ লজ্জাবৃত্তি,
বিনাশ জাতির দারুণ এ লাজ দাও তেজ মুক্তির গরব—
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

খুন দাও নিশ্চল এ হস্তে
শক্তি বজ্র দাও নিরস্ত্রে;
শীর্ষ তুলিয়া বিশ্বে মোদেরও দাঁড়াবার পুনঃ দাও গৌরব—
মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রের হে তোমার ন্যায়ের সৈন্য
শৃঙ্খলিতের টুটা'তে বাঁধন আন আঘাত প্রচণ্ড আহব।

দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !

নিবীর্য এ তেজঃ-সূর্যে
দীপ্ত কর হে বহ্নি-বীর্যে
শৌর্য, ধৈর্য, মহাপ্রাণ দাও, দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব !
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !

হে সর্বশক্তিমান

দাও শৌর্য দাও ধৈর্য হে উদার নাথ
দাও দাও প্রাণ—

দাও অমৃত-মৃত জনে
দাও ভীত-চিত্ত জনে
শক্তি অনরিমান
হে সর্বশক্তিমান।

দাও স্বাস্থ্য দাও আয়ু
স্বচ্ছ আলো মুক্ত বায়ু
দাও চিত্ত অ-নিরুদ্ধ, দাও শুদ্ধ জ্ঞান
হে সর্বশক্তিমান ॥

দাও দেহে দিব্যকান্তি
দাও গেহে নিত্য শান্তি
দাও পুণ্য প্রেম ভক্তি মঙ্গল-কল্যাণ
হে সর্বশক্তিমান ॥

ভীতি-নিষেধের ঊর্দ্ধে স্থির
রহি যেন চির উন্নত শির
যাহা চাই যেন জয় ক'রে পাই
গ্রহণ না করি দান
হে সর্বশক্তি মান ॥

এক বৃন্তে দু'টি কুসুম

মোরা এক বৃন্তে দু'টী কুসুম হিন্দু-মুসলমান
মুসলিম তার নয়ন-মণি হিন্দু তাহার প্রাণ।
এক সে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান।
মোরা এক বৃন্তে দুটী কুসুম হিন্দু-মুসলমান॥
মোরা এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে এক ফুল ও ফল
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে কেউ শ্মশানে ঠাঁই
মোরা এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান।
মোরা এক বৃন্তে দুটী কুসুম হিন্দু-মুসলমান॥
চিন্‌তে নেরে আঁধার রাতে করি মোরা জানাজানি
সকাল হলে হবে রে ভাই ভায়ে ভায়ে জানাজানি
কাঁদব তখন গলা ধ'রে
চাইব ক্ষমা পরস্পরে
হাসবে সেদিন গরব ভরে এই হিন্দুস্থান!
মোরা এক বৃন্তে দুটী কুসুম হিন্দু-মুসলমান॥

ক্ষমা কর হজরত !

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ ক্ষমা কর হজরত
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ তোমার দেখানো পথ।
ক্ষমা কর হজরত !

বিলাস বিভব দলিয়াছ পায় ধূলিসম তুমি প্রভু
তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা নওয়াব কভু।
এই ধরনীর ধন-সম্ভার
সকলের তাহে সম অধিকার
তুমি বলেছিলে ধরণীতে সবে সমান পুত্রবৎ।
ক্ষমা কর হজরত !

তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি ক'রে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ-ঘরে !
ভিন্-ধর্মীর পূজা-মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাওনি হে বীর !
আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাক' পরমত !
ক্ষমা কর হজরত !

তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি
তলোয়ার তুমি দাও নাই হাতে দিয়াছ অমর-বাণী
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা
বেহেশত্ হ'তে ঝরেনাক' আর তাই তব রহমত !
ক্ষমা কর হজরত !!

আমরা সেই সে জাতি

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা
আমরা সেই সে জাতি।
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা
বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।
আমরা সেই সে জাতি॥
পান-বিদগ্ধ তৃষিত লাগিয়া আনিল যারা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি শীতল শান্তি ধারা
উচ্চনীচের ভেদাভেদ ভাঙি
দিল, সবারে বক্ষপাতি।
আমরা সেই সে জাতি॥
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনি ক ইসলাম,
সত্যে যে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম।
আমির ফকিরে ভেদাভেদ নাই,
সব ভাই সব এক সাথী।
আমরা সেই সে জাতি॥

নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে

নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে
জাগো চণ্ডিকা মহাকালী।
মৃতের শ্মশানে নাচো মৃত্যুঞ্জয়ী মহাশক্তি
দলুজ-দলনী করালী।
জাগো চণ্ডিক মহাকালী ॥
প্রাণহীণ সবে শিব-শক্তি জাগাও
নারায়ণের যোগনিদ্রা ভাঙাও
অগ্নি-শিখায় দশ দিক রাঙাও
বরাভয় দায়িনী নৃমুণ্ডমালী।
জাগো চণ্ডিকা মহাবালী ॥
শ্রীচণ্ডীতে তোরই শ্রীমুখের বাণী
—কলিতে আবির্ভাব হবে তোর ভবানী
এসেছে যে কলি কালিকা এলি কই ?
শুম্ভ-নিশুম্ভ জন্মেছে পুনঃ ওই।
অভয়-বাণী তব মাভৈঃ মাভৈঃ
শুনিব কবে মাগো খর করতালি !
নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে—
জাগো চণ্ডিকা মহাকালী ॥

বাংলা দেশ

নম নম নম বাংলা দেশ মম
চির মনোরম চির মধুর।
বুকে নিরবধি বহে শত নদী
চরণে জলধির বাজে নুপূর ॥
শিয়রে গিরিরাজ হিমালয় প্রহরী
আশিস্ মেঘবারি সদা তার পরে ঝরি
যেন উমার চেয়ে এ আদরিনী মেয়ে
ওড়ে আকাল ছেয়ে মেঘ-চিকুর ॥
গ্রীষ্মে নাচে বামা কাল-বোশেখী ঝড়ে
সহসা বরষাতে কাঁদিয়া ভেঙে পড়ে
শরতে হেসে চলে শেফালিকা-তলে
গাহিয়া আগমনী গীতি-বিধুর ॥

হরিত অঞ্চল হেমন্ত দুলায়ে
ফেরে সে মাঠে মাঠে শিশির ভেজা পায়ে
শীতের অলস বেলা পাতা-ঝরার খেলা
ফাল্গুনে পরে সাজ ফুল-বধুর ॥
এই দেশের মাটি জল ও ফুলে ফলে
যে-রস যে-সুধা নাহি ভূমণ্ডলে
এই মায়ের বুকে হেসে খেলে সুখে
ঘুমাব এই বুকে স্বপ্নাতুর ॥
নম নম নম বাংলা দেশ মম
চির মনোরম চির মধুর ॥

চোর ডাকাত

কে তোমায় বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে ?
চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্য চলে !
চোর-ডাকাতের করিছে বিচার কোন্ সে ধর্মরাজ ?
জিজ্ঞাসা কর, বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দস্যু আজ ?
বিচারক ! তব ধর্মদণ্ড ধর,
ছোটদের সব চুরি ক'রে আজ বড়রা হয়েছে বড় !
যারা যত বড় ডাকাত-দস্যু জোচ্চোর দাগাবাজ
তারা তত বড় সম্মানী গুণী জাতি-সঙ্ঘেতে আজ।
রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত-ইঁটে
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।
দিব্যি পেতেছ খল কলও'লা মানুষ-পেষানো কল,
আখ-পেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল !
কোটি মানুষের মনুষ্যত্ব নিঙাড়িয়া কলওয়ালা,
ভরিছে তাহার মদিরা-পাত্র, পুরিছে স্বর্ণ-জালা !
বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফোলে মহাজন-ভুঁড়ি
নিরন্নদের ভিটে নাশ ক'রে জমিদার চড়ে জুড়ি !
পেতেছে বিশ্বে বণিক-বৈশ্য অর্থ-বেশ্যালয়,
নীচে সেথা পাপ-শয়তান-সাকী গাহে যক্ষের জয়।
অন্ন, স্বাস্থ্য, প্রাণ, আশা, ভাষা হারায়ে সকল-কিছু,
দেউলিয়া হয়ে চলেছে মানব ধ্বংসের পিছু পিছু।
পালাবার পথ নাই,

দিকে দিকে আজ অর্থ-পিশাচ খুঁড়িয়াছে গড়খাই।
জগৎ হয়েছে জিন্দানখানা, প্রহরী যত ডাকাত—
চোরে-চোরে এরা মাসতুত ভাই, ঠগে ও ঠগে স্যাঙাৎ।
কে বলে তোমায় ডাকাত, বন্ধু, কে বলে করিছ চুরি?
চুরি করিয়াছ টাকা ঘটি-বাটি, হৃদয়ে হাননি ছুরি।
ইহাদের মত অমানুষ নহ, হ'তে পার তস্কর,
মানুষ দেখিলে বাল্মীকি হও তোমরা রত্নাকর।

রাজা-প্রজা

সাম্যের গান গাই
যেখানে আসিয়া সম-বেদনায় সকলে হয়েছি ভাই।
এ প্রশ্ন অতি সোজা,
এক ধরণীর সন্তান, কেন কেউ রাজা, কেউ প্রজা?
অদ্ভুত দর্শন—
এই সোজা কথা বলি যদি ভাই, হবে তাহা 'সিডিশন'।
প্রজা হয় শুধু রাজ-বিদ্রোহী, কিন্তু কাহারে কহি,
অন্যায় ক'রে কেন হয় না ক' রাজাও প্রজাদ্রোহী।
প্রজারা সৃজন করেছে রাজায়, রাজা ত সৃজেনি প্রজা,
কৃতজ্ঞ রাজা তাই কি প্রজায় ধ'রে ক'রে দিল খোজা?
বন্ধু হাসিছ চু'টে,
আপনার ঘরে হয়ে আছি সব গোলাম নফর মুটে।
আপনার পুরুষত্ব অন্যে সঁপিয়া কি পেনু দাম?
আগলাতে রাজা-রাজ্য-হেরেম হয়েছি খোজা গোলাম।
এ ব্যথা কাহার কই,
যার ঘর তার ঘর নয় আর নেপো মারে এসে দই।
যাদের লইয়া রাজ্য, রাজ্যে নাই তাহাদেরই দাবী,
রাজা-দেবতার অনন্ত ভোগ, আমরা খেতেছি খাবী।
এ নিয়ে নালিশ কার কাছে করি, জয় রাজাজি কি জয়।
আমাদের হয় সুবিচার, নাই রাজারই বিচারালয়।
গুরু গুরু বাজে যুদ্ধ ডঙ্কা, দলে দলে ছুটে ছেলে,
হেসে বুক চিরে কল্‌সী কল্‌সী তাজা খুন দিল ঢেলে।
কলিজা-ছিদ্রে দীর্ঘশ্বাস ফুঁ দিয়া বাজায় শাঁখ,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন-উলু, চালে ওড়ে কাক;
প্রস্তুত হ'ল পথ—

বাজা, শাঁখ বাজা, ওই দেখা যায় জয়-লক্ষ্মীর রথ।
মাগো কাঁদ্ তোরা, আদুরী বোনেরা ধুলায় লুটায়ে পড়,
সিঁথায় সিঁদুর নাই দিলি বধু, চল থেমে গেছে ঝড়।
ফেরেনি ছেলেরা ? ফেরেনি ভাইরা ? ফেরেনি ক পতি ? ওরে,
দুঃখ কি ? ওরা স্থান পেয়েছে যে জয়-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে।
আজিকে রাজ্যময়
শোকের তুফান ছাপাইয়া ওঠে—জয় রাজাজি কি জয়।
বাজা রে ডঙ্কা বাজা।
এতদিন পরে কেল্লা ছাড়িয়া বাহির হয়েছে রাজা।
নিহত আহত বীরেরে মাড়ায়ে ছুটেছে রাজার রথ,
যুদ্ধ-ফেরত খঞ্জ পঙ্গু পালা পালা ছাড় পথ।
বন্ধু, এমনি হয়—
জনগণ হ'ল যুদ্ধে বিজয়ী, রাজার গাহিল জয়।
প্রজারা জোগায় খোরাক-পোশাক, কি বিচার বলিহারি,
প্রজার কর্মচারী নন তাঁরা রাজার কর্মচারী।
মোদেরি বেতন-ভোগী চাকরেরে সালাম করিব মোরা,
ওরে পাব্লিক সারভেণ্টদের আয় দেখে যাবি তোরা !
কালের চরকা ঘোর্,
দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে চড়ে দেড়শত চোর।
এ আশা মোদের দুরাশাও নয়, সেদিন সুদূরও নয়—
সমবেত রাজ-কণ্ঠে যেদিন শুনিব প্রজার জয় !

* * * *

কৃষাণের গান

ওঠ্ রে চাষী জগদ্বাসী ধর্ ক'সে লাঙল।
আমরা মরতে আছি—ভাল ক'রেই মর্‌ব এবার চল্।

মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ
ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ,
ও ভাই লক্ষ হাতে টানছে তারা লক্ষ্মীমায়ের কেশ,
আজ মার কাঁদনে লোনা হ'ল সাত সাগরের জল ॥

ও ভাই আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ।
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায় বা সে গান গেল ভাই কোথায় সে কৃষাণ?
ও ভাই মোদের রক্ত জল হ'য়ে আজ ভর্‌তেছে বোতল।

আজ চারিদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষ্‌ছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাই ক' আমার হাত।
আজ সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল ॥

ও ভাই আমরা মাটির খাঁটি ছেলে দূর্বাদল-শ্যাম,
আর মোদের রূপেই ছড়িয়ে আছেন রাবণ-অরি রাম,
ঐ হালের ফলায় শস্য ওঠে, সীতা তাঁরি নাম,
আজ হরছে রাবণ সেই সীতারে—সেই মাঠের ফসল ॥

ও ভাই আমরা শহীদ, মাঠের মক্কায় কোরবানী দিই জান্,
আর সেই খুনে যে ফলছে ফসল, হরছে তা শয়তান।

আমরা যাই কোথা ভাই, ঘরে আগুন বাইরে যে তুফান !
আজ চারিদিক হ'তে ঘিরে মারে এজিদ রাজার দল ॥

আজ জাগ্ রে কৃষাণ, সব ত গেছে, কিসের বা আর ভয়,
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয় ।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয়-কে করব নয়,
ওরে দেখবে এবার সভ্যজগৎ চাষার কত বল ॥

শ্রমিকের গান

ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রীদল !
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ॥
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই,
পায়ের সুখে ভাঙব চল্ ।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ॥

ও ভাই আমাদেরি শক্তি-বলে
পাহাড় ট'লে তুষার গ'লে
মরুভূমে সোনার ফসল ফলে রে !
মোরা সিন্ধু ম'থে এনে সুধা
পাই না ক্ষুধার বিন্দু জল ।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ॥

ও ভাই আমরা কলির কলের কুলি,
কলুর বলদ চক্ষে-ঠুলি
হীরা পেয়ে রাজ-শিরে দিই তু'লি রে !
আজ মানব-কূলের কালি মেখে
আমরা কালো কুলির দল ।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ॥

আমরা পাতাল ফেড়ে খুঁড়ে খনি
আনি ফণীর মাথার মণি,
তাই পেয়ে সব শনি হ'ল ধনী রে !
এবার ফণি-মনসার নাগ-নাগিনী
আয় রে গর্জে মার ছোবল !
ধর্ হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥

যত শ্রমিক শু'ষে নিঙ্‌ড়ে প্রজা
রাজা-উজির মারছে মজা,
এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দলবি রে আয় মজুর দল !
ধর্‌ হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥

ও ভাই মোদের বলে হ'তেছে পার,
হপ্তা রোজে সপ্ত পাথার,
সাঁতার কেটে জাহাজ কাতার কাতার রে !
তবু মোরাই জনম চলছি ঠেলে'
ক্লেশ-পাথারের সাঁতার-জল !
ধর্‌ হাতুড়ি, তোল্‌ কাঁধে শাবল ॥

আজ ছ'মাসের পথ ছ'দিনে যায়
কামান-গোলা, রাজার সিপাই
মোদের শ্রমে মোদেরি সে কৃপায় রে !
ও ভাই মোদের পুণ্যে শূন্যে ওড়ে
ঐ ভুঁড়োদের উড়োকল !
ধর্‌ হাতুড়ি, তোল্‌ কাঁধে শাবল ॥

ও ভাই দালান-বাড়ি আমরা গ'ড়ে
রইনু জনম ধুলায় প'ড়ে,
বেড়ায় ধনী মোদের ঘাড়ে চড়ে রে !
আমরা চিনির বলদ চিনি নে স্বাদ
চিনি বওয়াই সার কেবল ।
ধর্‌ হাতুড়ি, তোল্‌ কাঁধে শাবল ॥

ও ভাই আমরা মায়ের ময়লা ছেলে
কয়লা-খনির ময়লা ঠেলে'
যে অগ্নি দিই দিগ্বিদিকে জ্বেলে রে !

এবার জ্বালবে জগৎ কয়লা-কাঁটা
ময়লা কুলির সেই অনল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শবিল ॥

ও ভাই আমাদের কাজ হলে বাসি
আমরা মুটে কল-খালাসী!
ডুবলে তরী মোরাই তুলতে আসি রে!
আমরা বালির মতন দান করে সব
পেলাম শেষে পাতাল-তল
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ॥

মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে,
এইবারে শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে!
আবার নূতন করে' মল্লভূমে
গর্জাবে ভাই দল-মাদল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ॥

ঐ শয়তানী চোখ কলের বাতি
নিবিয়ে আয় রে ধ্বংস-সাথী!
ধর্ হাতিয়ার, সামনে প্রলয়-রাতি রে!
আয় আলোক-স্নানের যাত্রীরা আয়
আঁধার-নায়ে চড়বি চল্!
ধর হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ॥

অশ্বিনীকুমার

আজ যবে প্রভাতের নব যাত্রীদল
ডেকে গেল রাত্রিশেষে, "চল্ আগে চল্"—
"চল্ আগে চল্" গাহে ঘুম-জাগা পাখি,
কুয়াশা-মশারি ঠেলি জাগে রক্ত-আঁখি
নবারুণ নব আশা। আজি এই সাথে
এই নব জাগরণ-আনা নব প্রাতে
তোমারে স্মরিণু বীর প্রাতঃস্মরণীয়!
স্বর্গ হ'তে এ স্মরণ-প্রীতি-অর্ঘ্য নিও!
নিও নিও সপ্তকোটি বাঙ্গালীর তব
অশ্রু-জলে স্মৃতি-পূজা অর্ঘ্য অভিনব!

আজো তারা ক্রীতদাস, আজো বদ্ধ-কর
শৃঙ্খল-বন্ধনে, দেব! আজো পরস্পর
করে তারা হানাহনি, ঈর্ষা-অস্ত্রে যুঝি
ছিটায় মনের কালি— নিরস্ত্রের পুঁজি!
মন্দভাষ গাঢ় মসি দিব্য অস্ত্র তার!
"দুই সপ্ত কোটি ধৃত খর তরবার"।
সে শুধু কেতাবী কথা, আজো সে স্বপন!
সপ্তকোটি তিক্ত জিহ্বা বিষ-রসায়ন
উদ্গারিছে বঙ্গে নিতি, দগ্ধ হ'ল ভূমি!
বঙ্গে আজ পুষ্প নাই, বিষ লহ তুমি!
কে করিবে নমস্কার! হায় যুক্তকর
মুক্ত নাহি হ'ল আজো! বন্ধন-জর্জর

এ কর পারে না দেব, ছুঁইতে ললাট
কে করিবে নমস্কার ?
কে করিবে পাঠ
তোমার বন্দনা-গান ? রসনা অসাড় !
কথা আছে, বাণী নাই, ছন্দে নাচে হাড়
ভাষা আছে, আশা নাই, নাই তাহে প্রাণ,
কে করিবে এ জাতিরে নব মন্ত্র দান !
অমৃতের পুত্র কবি অন্নের কাঙাল,
কবি আর ঋষি নয়, প্রাণের আকাল
করিয়াছে হেয় তারে ! লেখনী ও কালি
যত না সৃজিছে কাব্য ততোধিক গালি !
কণ্ঠে যার ভাষা আছে অন্তরে সাহস,
সিংহের বিবরে আজ প'ড়ে সে অবশ !
গর্দান করিয়া উঁচু যে পারে গাহিতে
নব জীবনের গান, বন্ধন-রশিতে
চেপে আছে টুঁটি তার ! জুলুম-জিঞ্জির
মাংস কেটে বসে আছে, হাড়ে খায় চিড়
আর্ত প্রতিধ্বনি তার ! কোথা প্রতিকার !
যারা আছে—তা'রা কিছু না ক'রে নাচার,
নেহারিব তোমারে যে শির উঁচু করি,'
তাও নাহি পারি, দেব ! আইনের ছড়ি
মারে এসে গুপ্ত চেড়ী। যাইব কোথায় !
আমার চরণ নহে মম বশে, হায়।

এক ঘর ছাড়ি' আর ঘরে যেতে নারি,
মর্দজাতি হয়ে আছে পর্দা-ঘেরা নারী !
এ লাঞ্ছনা এ-পীড়ন এ আত্মকলহ,
আত্মসুখপরায়ণ পরাবৃত্তি মোহ—

তব বরে দূর হোক ! এ জাতির পরে
হে যোগী, তোমার যেন আশীর্বাদ ঝরে !
যে আত্মচেতনা-বলে যে আত্মবিশ্বাসে
যে আত্মশ্রদ্ধার জোরে জীবন-উচ্ছ্বাসে
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে মরা জাতি বাঁচে,
যোগী, তব কাছে জাতি সেই শক্তি যাচে !
স্বর্গে নহে, আমাদের অতি কাছাকাছি
আজ তুমি হে তাপস, তাই মোরা যাচি
তব বর, শক্তি তব ! জেনেছিলে তুমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী এই বঙ্গভূমি।
দিলে ধর্ম, দিলে কর্ম, দিলে ধ্যান-জ্ঞান,
তবু সাধ মিটিল না, দিলে বলিদান
আত্মারে জননী-পদে, হাঁকিলে, মাভৈঃ !
ভয় নাই, নব দিনমণি ওঠে ওই !
ওরে জড়, ওঠ্ তোরা !" জাগিল না কেউ,
তোমারে লইয়া গেল পারাপারি ঢেউ !

অগ্রে তুমি জেগেছিলে অগ্রজ শহীদ,
তুমি ঋষি, শুভ প্রাতে টুটেছিল নিঁদ,
তব পথে যাত্রী যারা রাত্রি-দিবা ধরি'
ঘুমাল গভীর ঘুম, আজ তারা মরি'
বেলাশেষে জাগিয়াছে ! সম্মুখে সবার
অনন্ত তমিস্রাঘোর দুর্গম কান্তার !

পশ্চাতে "অতীত" টানে জড় হিমালয়,
সংশয়ের'বর্তমান' অগ্রে নাহি হয়,
তোমা-হারা দেখে তারা অন্ধ "ভবিষ্যৎ,"
যাত্রী ভীরু, রাত্রি গুরু, কে দেখাবে পথ !

হে প্রেমিক, তব প্রেম-বরিষায় দেশে
এল ঢল বীর-ভূমি বরিশাল ভেসে।
সেই ঢল সেই জল বিষম তৃষায়
যাচিছে উষর বঙ্গ তব কাছে হায়!
পীড়িত এ-বঙ্গ পথ চাহিছে তোমার,
অসুর-নিধনে কবে আসিবে আবার!

বিদায় মাভৈঃ

বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়,
বিশ্বাসী! বল্ আসবে আবার প্রভাত-রবির জয়!

খণ্ড ক'রে দেখছে যারা অসীম জীবনটাই,
দুঃখ তারাই করুক্ বসে, দুঃখ মোদের নাই।

আমরা জানি, অস্ত-খেয়ায় আসছে রে উদয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়॥

হারাই-হারাই ভয় ক'রেই না হারিয়ে দিলে সব!
মরার দলই আগ্‌লে মড়া করছে কলরব।
ঘর-বাড়িটাই সত্য শুধু নয় কিছুতেই নয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়॥

দৃষ্টি-অচিন দেশের পরেও আছে চেনা দেশ,
এক নিমেষের নিমেষ-শেষটা নয় ক' অশেষ শেষ।
ঘরের প্রদীপ নিবলে বিধির আলোক-প্রদীপ রয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়॥

জয়ধ্বনি উঠ্‌বে প্রাচীন চীনের প্রাচীরে,
অস্ত-ঘাটে ব'সে আমি তাই ত নাচি রে।
বিদায়-পাতা আনবে ডেকে নবীন কিশলয়,
বিশ্বাসী! বল্ আসবে আবার প্রভাত-রবির জয়॥

দীল্ দরদী

কে ভাই তুমি সজল গলায়
গাইলে গজল আফ্‌সোসের ?
ফাগুন-বনের নিব্‌ল আগুন,
লাগ্‌ল সেথা ছাপ্ পোষের।

দরদ্-ভেজা কান্না-কাতর
ছিন্ন তোমার স্বর শুনে
ইরান মুলুক বিরান হ'ল
এমন বাহার-মরসুমে।

সিস্তানের ঐ গুল-বাগিচা
গুলিস্তান্ আর বোস্তানে
দোস্ত হয়ে দাখিন হাওয়া
কাঁদল সে আফসোস্-তানে।

এ কোন্ যিগর-পস্তানী সুর ?
মস্তানী সব ফুল-বালা
ঝ্‌রলো, তাদের নাজুক বুকে
বাজলো ব্যথার শূল-জ্বালা।

আব্‌ছা মনে প'ড়ছে, যে দিন
শীরাজ-বাসের গুল্ ভুলি,

শ্যামল মেয়ের সোহাগ-শ্যামার
শ্যাম হ'লে ভাই বুলবুলি,—

কালো মেয়ের কাজল চোখের
পাগল হাওয়ার ইঙ্গিতে
মস্ত হয়ে কাঁকন চুড়ির
কিঙ্কিনী রিন্ ঝিন্ গীতে।

নাচলে দেদার দাদ্‌রা তালে,
কার্‌ফাতে, সর্‌ফর্দাতে,—
হঠাৎ তোমার কাঁপল গলা
খাঁচার পাখি 'গর্বাতে'।

চৈতালীতে বৈকালী সুর
গাইলে, 'নিজের নই মালিক,
আফ্‌সে' মরি আফ্‌সোসে আহ্‌,
আপ্—সে বন্দী বৈতালিক।

কাঁদায় সদাই ঘেরা-টোপের
আঁধার বাঁধায়, তায় একা,
ব্যথার-ডালি একলা সাজাই,
সাথীর আমার নেই দেখা।

অসাড় জীবন, ঝাপসা দু'চোখ,
খাঁচার জীবন একটানা।
অশ্রু আসে, আর কেন ভাই,
ব্যথার ঘায়ে ঘা হানা ?

খুব জানি ভাই, ব্যর্থ জীবন
ডুবায় যারা সঙ্গীতেই,
মরম ব্যথা বুঝতে তাদের
দীল-দরদী সঙ্গী নেই

জানতে কে চায় গানের পাখির
বিপুল ব্যথার বুক ভরাট,
সবার যখন নওরাতি, হায়,
মোদের তখন দুঃখ-রাত !

ওদের সাথী, মোদের রাতি
শয়ন আনে নয়ন-জল ;
গান গেয়ে ভাই ঘামলে কপাল
মুছতে সে ঘাম নাই অঞ্চল ।

তাই ভাবি আজ কোন্ দরদে
পিষছে তোমার কল্‌জে-তল ?
কার্ অভাব আজ বাজছে বুকে,
কল্‌জে চুঁয়ে গলছে জল !

কাতর হয়ে পাথর-বুকে
বয় যবে ক্ষীর সুর্-ধুনী,
হোক তা সুধা, খুব জানি ভাই,
সে সুধা ভর্ পুর্-খুনই ।

আজ যে তোমার আঁকা-আঁসু
কণ্ঠ ছিঁড়ে উছ্‌লে যায়—
কতই ব্যথায়, ভাবতে যে তা
জান্ ওঠে ভাই, কচ্‌লে, হায় !

বসন্ত তো কতই এলো,
গেল খাঁচার পাশ দিয়ে,
এলো অনেক আশ নিয়ে, শেষ
গেল দীঘল-শ্বাস নিয়ে।

অনেক শারাব খারাব হ'ল,
অনেক সাকীর ভাঙ্‌ল বুক!
আজ এলো কোন্ দীপান্বিতা?
কার শরমে রাঙ্‌লো মুখ?

কোন দরদী ফিরলো? পেলে
কোন্ হারা-বুক আলিঙ্গন?
আজ যে তোমার হিয়ার রঙে
উঠলো রেঙে ডালিম-বন!

যিগর-ছেঁড়া দিগর তোমার
আজ কি এল ঘর ফিরে?
তাই কি এমন কাশ ফুটেছে
তোমার ব্যথার চর ঘিরে?

নীড়ের পাখি ম্লান চোখে চায়,
শুনছে তোমার ছিন্ন সুর;
বেলা-শেষের তান ধ'রেছে
যখন তোমার দিন-দুপুর!

মুক্ত আমি পথিক-পাখি
আনন্দ-গান গাই পথের,
কান্না-হাসির বহ্নি-ঘাতের
বক্ষে আমার চিহ্ন ঢের;

বীন্ ছাড়া মোর এক্‌লা পথের
প্রাণের দোসর অধিক নাই,
কান্না শুনে হাসি আমি,
আঘাত আমার পথিক ভাই।

বেদ্‌না-ব্যথা নিত্য সাথী,—
তবু ভাই ঐ সিক্ত সুর,
দু'চোখ পু'রে অশ্রু আনে
উদাস করে চিত্ত-পুর !

ঝাপসা তোমার দু'চোখ শুনে,
সুরাখ্ হ'ল কল্‌জেতে,
নীল পাথারের সাঁতার পানি
লাল চোখে ভাই গ'ল্‌ছে যে !

বাদ্‌শা-কবি ! সালাম জানায়
ভক্ত তোমার অ-কবি,
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর
কথা ডুবে যায় সবি !

জাগর-তূর্য

[শেলীর ভাব অবলম্বনে]

ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর-অধিকারী !
অলিখিত যত গল্প-কাহিনী তোরা যে নায়ক তারি ॥

শক্তিময়ী সে এক জননীর
স্নেহ-সুত সব তোরা যে রে বীর,
পরস্পরের আশা যে রে তোরা, মা'র সন্তাপ-হারী ॥

নিদ্রোত্থিত কেশরীর মত
ওঠ্ ঘুম ছাড়ি' নব জাগ্রত !
আয় রে অজেয় আয় অগণিত দলে দলে মরুচারী

ঘুমঘোরে ওরে যত শৃঙ্খল
দেহ-মন বেঁধে করেছে বিকল,
ঝেড়ে ফেল্ সব, সমীরে যেমন ঝরায় শিশির-বারি ।
উহারা ক'জন ? তোরা অগণন সকল শক্তি-ধারী ॥

যা শত্রু পরে পরে

রাজ্যে যাদের সূর্য অস্ত যায় না কখনো, শুনিস্ হায়,
মেরে মেরে যারা ভাবিছে অমর, মরিবে না কভু মৃত্যু-যায়,
তাদের সন্ধ্যা ঐ ঘনায় !
চেয়ে দেখ ঐ ধূম্র-চূড়
অসন্তোষের মেঘ-গরুড়
সূর্য তাদের গ্রাসিল প্রায় !
ডুবেছে যে পথে রোম গ্রীক প্যারী—সেই পথে যায় অস্ত যায়
ওদের সূর্য !—দেখবি আয় !

অর্ধ পৃথিবী জুড়ে' হাহাকার, মড়ক, বন্যা, মৃত্যুত্রাস,
বিপ্লব, পাপ, অসূয়া, হিংসা, যুদ্ধ শোষণ—রজ্জুপাশ,
আনিল যাদের ক্ষুধিত গ্রাস—
তাদের সে লোভ—বহ্নিশিখ্
জ্বালায়ে জগৎ, দিগ্বিদিক,
ঘিরেছে তাদেরি গৃহ, সাবাস !
যে আগুনে তা'রা জ্বালাল ধরা তা' এনেছে তাদেরি সর্বনাশ !
আপনার গলে আপন ফাঁস !

এবার মাথায় দংশেছে সাপে, তাগা আর কোথা বাঁধবে বল ?
আপনার পোষা নাগিনী তাহার আপনার শিরে দিল ছোবল।
ওঝা ডেকে আর বল কি ফল ?
ঘরে আজ তার লেগেছে আগুন,
ভাগাড়ে তাহার পড়েছে শকুন,
রে ভারতবাসী, চল্ রে চল্ !

এই বেলা সবে ঘর ছেয়ে নেয়, তোরাই বসে কি র'বি কেবল ?
আসে ঘনঘটা ঝড়-বাদল !
ঘর সাম্‌লে নে এই বেলা তোরা ওরে হিন্দু ও হিন্দু মুস্‌লমান !
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন !
ধর্ম-কলহ রাখ্ দু'দিন !
নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া,
গণ্ডুষ ফের করিবি কাঁচিয়া,
আসিবে না ফিরে এই সুদিন !
বদ্‌না-গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি, কাছা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীণ,
সিংহ যখন পঙ্ক-লীন !

ভায়ে ভায়ে আজ হাতাহাতি ক'রে কাঁচা হাত যদি পাকিয়েছিস্,
শত্রু যখন যায় পরে পরে—নিজের গণ্ডা বাগিয়ে নিস্ !
ভুলে যা ঘরোয়া দ্বন্দ্ব-রিষ ।
কলহ করার পাইবি সময়,
এ সুযোগ দাদা হারাবার নয় !
হাতে হাত রাখ্ ফেল্ হাতিয়ার, ফেলে দে বুকের হিংসা-বিষ !
নব-ভারতের এই আশিস !
নারদ—নারদ ! জুতো উল্টে দে ! ঝগ্‌ড়েটে ফল খুঁজিয়া আন্ ।
নখে নখ বাজা ! এক চোখ দেখা ! দু'কাটি বাজিয়ে লাগাও গান !
শত্রুর ঘরে ঢুকেছে বান !
ঘরে ঘরে তার লেগেছে কাজিয়া,
রথ টেনে আন্ আন্ রে তাজিয়া,
পূজা দে রে তোরা, দে রে কোরবান !
শত্রুর গোরে গলাগলি কর্ আবার হিন্দু-মুসলমান !
বাজাও শঙ্খ, দাও আজান !

রক্ত পতাকার গান

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান !........
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি' বিমান !
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥

শীতের শ্বাসেরে বিদ্রূপ করি' ফোটে কুসুম,
নব-বসন্ত সূর্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ঐ দশ-সহস্র বছরেরে হান মৃত্যু-বাণ।
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥

চির-বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন,
নহে পুরাতন দাসত্বের ঐ বন্ধমন,
ওড়াও তবে রে লাল নিশান
ভরিয়া বাতাস জুড়ি' বিমান।
বসন্তের এই জ্যোতির পতাকা ওড়াও উর্ধ্বে,
গাহ রে গান !
লাল নিশান ! লাল নিশান !

অতল পথের যাত্রী

দূর প্রান্তর গিরি
অজানার মাঝে জানারে খঁজিয়া ফিরি।
হৃদয়ে হৃদয়ে বেদনার শতদল
ঘিরিয়া রেখেছে অজানার পদতল।

পথে পথে ফিরি, সাথে ফেরে দিবানিশা,
কোথা তাঁর পথ—খুঁজে নাহি মেলে দিশা।
কাঁদিয়া বৃথাই আমার নয়নজল
সাগর হইয়া—করিতেছে টলমল।
সে সায়রে ছুলে আমার অশ্রুমতী
আমার গানের বেদনা সরস্বতী।
নিয়ত তাহারি মৌন কাঁদন ঝরে
আমার প্রাণের হাসির পান্না প'রে।

আমার অশ্রুমতীরে শুধাই মিছে,
বৃথাই ছুটিনু মোর অজানার পিছে।
উঠিছে পড়িছে ভাঙিছে জানার ঢেউ,
হেরিতেছে ঢেউ-সাগর হেরে না কেউ!
কূলে কূলে ফিরি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাঁদি আমি,
অতল গভীরে টেনে লও মোরে স্বামি!
দেখিব না ঢেউ, দেখিব সিন্ধুতল
যথা নাই ঢেউ—শুধু সে অতল জল।

দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর

দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর,
খোল দ্বার, ওঠ ওঠ বীর!
নিদাঘের রৌদ্র খরকণ্ঠে শোনে। প্রদীপ্ত আহ্বান—
জয় অভিনব যৌবন-অভিযান!....
শ্রান্ত গত বরষের বিশীর্ণ শর্বরী
স্খলিত মন্থর পদে দূরে যায় সরি'
বিরাটের চক্রনেমি-তলে।
চম্পা-মালা দুলাইয়া গলে
আলোক-তাঞ্জামে আসে অভিযান-রথী,
ঘুম-জাগা বিহগের কণ্ঠে কণ্ঠে আনন্দ-আরতি
ভেসে চলে খেয়া-সম দিকে দিকে আজি।
বজ্রাঘাতে ঘন ঘন আকাশ-কাঁসর ওঠে বাজি।

মর্‌মর-মঞ্জীর-পায়ে মাতে ঘূর্ণি-নটী
বিশুষ্ক পল্লব-নৃত্যে, ডগমগ পড়িছে উছটি'
অসহ আনন্দ-মদে!
সুন্দর আসিছে পিছে অবগাহি' বেদনার জবা-রক্ত হ্রদে।
ওড়ে তা'র ধূলি-রাঙা গৈরিক পতাকা
বৈশাখের বাম করে! ক্ষত-চিহ্ন আঁকা
নিখিল পীড়িত মুখে মুখচ্ছবি তার।
একি রূপ হেরি তব বেদনার মুকুরে আমার
অপরূপ! ওগো অভিনব!
কত অশ্রু জমাইয়া কতদিনে গড়েছ এ তরবারি তব?

সাঁতারিয়া কত অশ্রুজল,
হে রক্ত দেবতা মোর, পেলে আজি স্থল ?
কোন্ সে বেদনা-পাণি বাণী অশ্রুমতী
করিতেছে তোমার আরতি ?

মন্দির-বেদীর শ্বেত প্রস্তরের আস্তরণ তলে
এলায়িত কুন্তলাকে স্খলিত অঞ্চলে
ছিন্নপর্ণা স্থলপদ্ম-প্রায়
প্রাণহীন দেবতার চরণে লুটায় ?
জানি, তারি স-বেদন আবেদনখানি
খড়গ হ'য়ে ঝলে তব করে, শস্ত্রপাণি !
মরণ-উৎসবে রণে ক্রন্দন-বাসরে
নিখিল-ক্রন্দসী, বীর, তব স্তব করে !
বধূ তব নিখিলের প্রাণ
বিদায়-গোধূলি লগ্নে মৃত্যুমঞ্চে করে মাল্যদান !···
হে সুন্দর, মোরা তব দূর যাত্রাপথ
করিতেছি সহজ সরল, রচিতেছি তব ভবিষ্যৎ !
সতেজ তরুণ কণ্ঠে তব আগমনী
গাহিতেছি রাত্রিদিন, দৃপ্ত জয়ধ্বনি
মাগিতেছি আমাদের বাণী বজ্রঘোষ !
বুকে বুকে জ্বালিতেছি বহ্নি-অসন্তোষ ।
আশার মশাল জ্বালি' আলোকিয়া চলেছি আঁধার
অগ্রদূত নিশান-বরষাদ !
অতন্দ্রিত নিশিত প্রহরী—হাঁকিতেছি প্রহরে প্রহরে,
যৌবনের অভিযান-সেনাদল, ওরে,
ওঠ্ তোরা করি' ত্বরা !
তিমিরাবরণ খোল, ছুঁরে ফেল্ স্বপন-পসরা !

ওঠ ওঠ বীর,
দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর !
বিপ্লব-দেবতা ঐ শিয়রে তোমার
দাঁড়ায়েছে আসিয়া আবার !

বারে বারে এসেছে দেবতা
যুগান্তের এনেছে বারতা।
বারে বারে করাঘাত করি'
দ্বারে দ্বারে হেঁকেছি প্রহরী
নিদ্রাহীন রাত্রিদিন,
আঘাতে ছিঁড়েছে তন্ত্রী, ভাঙিয়াছে বীন্ ;
জাগিস্‌নি তোরা,
ফিরে গেছে দেবতা সুন্দর, এসেছে কুৎসিৎ মৃত্যু-জরা।
এবার দুয়ার ভাঙি' শিয়রে দেবতা যদি
আসিয়াছে পারাইয়া গিরি সিন্ধু নদ নদী,
ওরে চির-সুন্দরের পূজারীর দল,
এবার এ-লগ্ন যেন না হয় বিফল !
বারে বারে করিয়াছি যারে অপমান,
মন্দির-প্রদীপ যার বারে বারে করেছি নির্বাণ,
বরণ করিতে হবে তারে।
পলে পলে বিলাইয়া মোরা আপনারে
যে আত্মদানের ডালা রেখেছি সাজায়ে
তাই দান দিব রক্ত দেবতার পায় !
এবার পরাণ খুলে এ দর্প করিতে যেন পারি,
জিতি আর হারি,
ধরিয়াছি তোমার পতাকা-শুনিয়াছি তোমার আদেশ,
আত্মবলি দিয়া দিয়া আপনারে করেছি নিঃশেষ !

দাঁড়ায়েছি আসি তব পাশ
শিরে ধরি' অনির্বাণ জ্যোতিষ্কের উলঙ্গ **আকাশ !**
বাহিরের রাজপথ বাহি',
হে সারথি, চলিয়াছি তব রথ চাহি'।
আলোক-কিরণ
করিয়াছি পান মোরা পুরিয়া নয়ন।

সুপ্তরাতে গুপ্তপথ বাহি',
আসিয়াছে অসুন্দর শত্রুর সিপাহী,
অকস্মাৎ
পিছে হ'তে করেছে আঘাত।
মসিময় করিয়াছে তব রশ্মিপথ,
নিন্দার প্রস্তর হানি' রচেছে পর্বত,
পথে পথে খুঁড়িয়াছে মিথ্যার পরিখা,
চোখে-মুখে লিখিয়াছে ভণ্ডামির নীতিবাণী লিখা,
দলে দলে করিয়াছে রিরংসার উলঙ্গ চীৎকার,
ফুঁ দিয়া নিভাতে গেছে, হে ভাস্কর, প্রদীপ তোমার।
হে সুন্দর, মোরা শুধু তব অনুরাগে
কোনদিন দেখি নাই, চলিয়াছি আগে
লঙ্ঘি' বাধা, লঙ্ঘিয়া নিষেধ,
মানি নি ক' কোরান পুরাণ শাস্ত্র, মানিনি ক' বেদ !
নির্বেদ তোমার ডাকে শুধু চলিয়াছি,
যখন ডেকেছ তুমি, হাঁকিয়াছি ঃ 'আছি মোরা আছি।'
ভরি তব শুভ্র শুচি ললাট-অঙ্গন
কলঙ্ক-তিলক-পঙ্ক করেছে লেপন,
বারে বারে মুছিয়াছি, প্রিয় ওগো-প্রিয়,
তোমার ললাট-পঙ্কে ম্লান হ'ল আমাদের রক্ত-উত্তরীয়।

জাদুকর মিথ্যুকের সপ্ত-সিন্ধুনীর
কতদিনে হ'ব পার, পাব শুভ্র আনন্দের তীর ?
হে বিপ্লব-সেনা-ধিপ, হে, রক্ত-দেবতা,
কহ, কহ কথা !
শ্মশানের শিবা-মাঝে হে শিব সুন্দর
এস এস, দাও তব চরম নির্ভর।
দাও বল, দাও আশা, দাও তব পরম আশ্বাস,
হিংস্থকের বদ্ধদ্বার জতুগৃহে আনো অবকাশ।
অপগত হোক এ সংশয়,
দশদিকে দিগঙ্গনা গেয়ে যাক্ যৌবনের জয় !
অসুন্দর মিথ্যুকের হোক পরাজয়,
এস এস আনন্দ-সুন্দর, জাগো জ্যোতির্ময়।

বার্ষিক সওগাত

বন্ধু গো সাকী আনিয়াছ নাকি বরষের সওগাত
দীর্ঘ দিনের বিরহের পরে প্রিয় মিলনের রাত।
রঙ্গীন রাখী, শিরীন শারাব, মুরলী, রোবাব্, বীণ,
গুলিস্তানের বুলবুল পাখি, সোনালী রূপালী দিন।
লালা-ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল, নার্গিস্-ফুলী আঁখ,
ইস্পাহানীর হেনা-মাখা হাত, পাত্‌লি পাত্‌লি কাঁখ!
নৈশাপুরের গুল্‌বদনীর চিবুক গালের টোল,
রাঙা লেড়কির ভাঙা-ভাঙা হাসি, শিরীন্ শিরীন্ বোল।
সুর্মা-কাজল স্তাম্বুলী-চোখ, বসোরা গুলের লালী,
নব বোগ্‌দাদী আলিফ-লায়লা, শা'জাদী জুল্‌ফ-ওয়ালী।
পাকা খর্জুর, ডাঁশা-আঙুর, টোকো-মিঠে কিসমিস্,
মরু-মঞ্জীর আব-জম্‌জম্, যবের ফিরোজা-শিষ।
আশা-ভরা মুখ, তাজা-তাজা বুক, নৌ-জোয়ানীর গান,
দুঃসাহসীর মরণ-সাধন, জেহাদের অভিযান।
আরবের প্রাণ, ফারেসের গান, বাজু নৌ-তুর্কীর,
দারাজ দিলীর আফ্‌গানী দিল্, মূরের জখ্‌মী শির।
নীল দরিয়ায় মেসেরের আঁসু, ইরাকের টুটা তখ্‌ত্,
বন্দী-শামের জিন্দান-খানা, হিন্দের বদ্‌বখ্‌ত্।—
তাঞ্জাম-ভরা আঞ্জাম এ যে কিছুই রাখনি বাকী,
পুরানো দিনের হাতে বাঁধিয়াছ নতুন দিনের রাখী।...
চোখের পানির ঝালর-ঝুলানো হাসির খাঞ্চাপোশ
—যেন অশ্রুর গড়খাই-ঘেরা দিল্‌খোস ফেরদৌস্—
ঢাকিও বন্ধু তব সওগাতী-রেকাবী তাহাই দিয়ে,
দিবসের জ্বালা ভুলে যেতে চাই রাতের শিশির পিয়ে।
বেদনার বানে সয়্‌লাব্ সব, পাইনে সাথীর হাত,
আন গো বন্ধু নূহের কিশ্‌তি—"বার্ষিক সওগাত।"

আমানুল্লাহ্‌

খোশ্‌ আমদেদ আফ্‌গান-শের! অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে আজ—
সালাম জানায় মুসলিম-হিন্দু শরমে নোয়ায়ে শির বে-তাজ!
বান্দা যাহারা বন্দেগী ছাড়া কি দিবে তাহারা, শাহান্‌শাহ্‌!
নাই সে ভারত মানুষের দেশ! এ শুধু পশুর কতল্‌-গাহ!
দস্তে তোমার দস্ত্‌ রাখিয়া নাই অধিকার মিলাতে হাত,
রূপার বদলে দু'পায়ে প্রভুর হাত বাঁধা রেখে খায় এ জাত!
পরের পায়ের পয়্‌জার বয়ে হেঁট হ'ল যার উচ্চ শির,
কি হবে তাদের দু'টো টুটো বাণী দু'-ফোঁটা অশ্রু নিয়ে, আমির!

ভুলিয়া য়ূরোপ-'জোহরা'র রূপে-আজিকে 'হারুত-মারুত' প্রায়
কাঁদিছে হিন্দু-মুসলিম হেথা বন্দী হইয়া চির-কারায়;
মোদের পুণ্যে 'জোহরা'র মত সুরূপা য়ূরূপা দীপ্যমান
ঊর্ধ্ব গগনে। আমরা মর্ত্যে আপনার পাপে আপনি ম্লান!
পশু-পাখি আর তরুলতা যত প্রাণহীন সব হেথা সবাই,
মানুষে পশুতে কশাই-খানাতে এক সাথে হেথা হয় জবাই।
দেখে খুশী হবে—এখানে ঋক্ষ শার্দুলও ভুলি' হিংসা-দ্বেষ
বনে গিয়া সব হইয়াছে ঋষি! সিংহ-শাবক হয়েছে মেষ!

কাবুল-লক্ষ্মী দেহে মনে এই পরাধীনদের দেখিয়া কি
রহিল লজ্জা বেদনায় হায়, বোর্‌কায় তাঁর মুখ ঢাকি'?

তুমি এলে আজ অভিনব বেশে সেই পথ দিয়া, পার্শ্বে যার
স্তূপ হয়ে আছে অখ্যাতি-সহ লাশ আমাদের লাখ হাজার।

মামুদ, নাদির, শাহ্ আব্দালী, তৈমুর এই পথ বাহি'
আসিয়াছে। কেহ চাহিয়াছে খুন, কেহ চাহিয়াছে বাদশাহী।
কেহ চাহিয়াছে তখ্ত-ই-তাউস, কোহিনূর কেহ,—এসেছে কেউ
খেলিতে সেরেফ্ খুশ্রোজ হেথা, বন্যার সম এনেছে ঢেউ।
'খঞ্জর' এরা এনেছে সবাই, তুমি-আনিয়াছ 'হেলাল' আজ,
তোমারে আড়াল করেনি তোমার তরবারি আর তখ্ত্তাজ।

তুমি আসনি ক' দেখাতে তোমায়, দেখিতে এসেছ সকলেরে।
চলেছ, পুণ্য সঞ্চয় লাগি' বিপুল বিশ্ব কাবা হেরে'।
হে মহাতীর্থ-যাত্রা-পথিক ! চির-রহস্য-খেয়ানী গো !
ওগো কবি ! তুমি দেখেছ সে কোন্ অজানা লোকের মায়া-মৃগ ?
কখ্ন কাহার সোনার নূপুর শুনিলে স্বপনে, জাগিয়া তায়
ধরিতে চলেছ সপ্ত সাগর তের নদী আজ পারায়ে, হায় !
তখ্ত্ তোমার রহিল পড়িয়া, বাসি লাগে নও-বাদ্শাহী,
মুসাফির সেজে চলেছ শা'জাদা না-জানা অকূলে তরী বাহি'।
সুলেমান-গিরি হিন্দুকুশের প্রাচীর লঙ্ঘি' ভাঙি' কারা,
আদি সন্ধানী যুবা আফ্গান, চলেছ ছুটিয়া দিশাহারা !
সুলেমান সম উড়্ন-তখ্তে চলিলে করিতে দিগ্বিজয়,
কাবুলের রাজা, ছড়ায়ে পড়িলে সারা বিশ্বের হৃদয়-ময়।
শম্শের হ'তে কম্জোর নয় শিরীন্ জবান, জান তুমি,
হাসি দিয়ে তাই করিতেছ জয় অসির অজেয় রণ-ভূমি !

শুধু বাদ্শাহী দম্ভ লইয়া আসিতে যদি, এ বন্দী দেশ
ফুলমালা দিয়া না করি' বরণ করিত মামুলি আজি পেশ।
খোশামোদ শুধু করিত হয়ত, বলিত না তা'রা "খোশ্-আম্দেদ্,"
ভাবিত ভারত 'কাবুলী'তে আর কাবুল-রাজায় নাহি ক' ভেদ।

'আমানুল্লা'রে করি বন্দনা, কাবুল-রাজার গাহি না গান,
মোরা জানি ঐ রাজার আসন মানবজাতির অসম্মান !

ঐ বাদশাহী তখ্‌তের নীচে দীন্‌-ই-ইস্‌লাম শরমে, হায়,
এজিদ হইতে শুরু ক'রে আজো কাঁদে আর শুধু মুখ লুকায়!
বুকের খুশির বাদ্‌শাহ্‌ তুমি,—শ্রদ্ধা তোমার সিংহাসন,
রাজাসন ছাড়ি' মাটিতে নামিতে দ্বিধা নাই—তাই করি বরণ।
তোমার রাজ্যে হিন্দুরা আজো বেরাদর-ই-হিন্দ্‌, নয় কাফের,
প্রতিমা তাদের ভাঙেনি, ভাঙেনি একখানি ইট মন্দিরের।
'কাবুলী'রে মোরা দেখিয়াছি শুধু, দেখিনি কাবুল পামীর-চূড়,
দেখেছি কঠিন গিরি মরুভূমি—পিই নাই পানি সে মরুভূর!

আজি দেখি সেথা শত গুলিস্তাঁ বোস্তাঁ চমন কান্দাহার
গজ্‌নী হিরাট পঘ্‌মান কত জালালাবাদের ফুল-বাহার!
ঐ খায়বার-পাস দিয়া শুধু আসেনি নাদির আব্‌দালী,
আসে ঐ পথে নারঙ্গী সেব্‌ আপেল আনার ডালি ডালি।
আসে আঙুর পেস্তা বাদাম খোর্মা খেজুর মিঠি-মেওয়া,
অঢেল শিরনী দিয়াছে কাবুল, জানে নাক' শুধু সুদ নেওয়া!
কাবুলনদীর তীরে তীরে ফেরে জাফ্‌রান-ক্ষেতে পিয়ে মধু
আমাদেরি মতো নৌ-বিলাসী গো কত প্রজাপতি কত বঁধু।
সেথায় উছসে তরুণীর শ্বাসে মেশ্‌ক্‌-সুবাস, অধরে মদ,
গাহে বুলবুলি নার্গিস লা'না আনার-কলির-পিয়ে শহদ্‌।...

দেখিয়াছি শুধু কাবুলীর দেনা, কাবুলী দাওয়াই, কাবুলী হিং,—
তুমি দিয়ে গেলে কাবুল বাগের দিল্‌-মহলের চাবির রিং!

সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে

দেখা দিলে রাঙা মৃত্যুর রূপে এত দিনে কি গো রানী ?
মিলন-গোধূলি-লগনে শুনালে চির-বিদায়ের বাণী।
যে ধূলাতে ঝরায় পবন
রচিলে সেথায় বাসর-শয়ন,
বারেক কপোলে রাখিয়া কপোল, ললাটে কাঁকন হানি'
দিলে মোর 'পরে সকরুণ করে কৃষ্ণ কাফন টানি'।

নিশি না পোহাতে জাগায়ে বলিলে, 'হ'ল যে বিদায়বেলা।
তব ইঙ্গিতে ও-পার হইতে এ-পারে আসিল ভেলা।
আপনি সাজালে বিদায়ের বেশে
আঁখি-জল মম মুছাইলে হেসে,
বলিলে, 'অনেক হইয়াছে দেরী, আর জমিবে না খেলা !
সকলের বুকে পেয়েছ আদর, আমি দিনু অবহেলা।'

'চোখ গেল উহুঁ চোখ গেল' ব'লে কাঁদিয়া উঠিল পাখি,
হাসিয়া বলিলে, 'বন্ধু, সত্যি চোখ গেল ওর নাকি ?'
অকূল অশ্রু-সাগর-বেলায়
শুধু বালু নিয়ে যে-জন খেলায়,
কি বলিব তারে, বিদায়-খনেও ভিজিল না যার আঁখি !
শ্বসিয়া উঠিল নিশীথ সমীর, 'চোখ গেল' কাঁদে পাখি !

দেখিনু চাহিয়া ও মুখের পানে—নিরশ্রু নিষ্ঠুর !
বুকে চেপে কাঁদি, প্রিয় ওগো প্রিয়, কোথা তুমি কতদূর ?

এত কাছে তুমি গলা জড়াইয়া
কেন হু হু ক'রে ওঠে তবু হিয়া,
কী যেন কী নাই কিসের অভাব এ বুকে ব্যথা-বিধুর !
চোখ-ভরা জল, বুক-ভরা কথা, কণ্ঠে আসে না সুর।

হেনার মতন বক্ষে পিষিয়া করিনু তোমারে লাল,
ঢলিয়া পড়িলে দলিত কমল জড়ায়ে বাহু-মৃণাল !
কেঁদে বলি, প্রিয়া, চোখে কই জল ?
হ'ল না ত ম্লান চোখের কাজল !'
চোখে জল নাই—উঠিল রক্ত-সুন্দর কঙ্কাল !
বলিলে, 'বন্ধু, চোখেরই ত জল, সে কি রহে চিরকাল ?'
ছল ছল ছল কেঁদে চলে জল, ভাঁটি-টানে ছুটে তরী,
সাপিনীর মত জড়াইয়া ধরে শশীহীন শর্বরী।
কূলে কূলে ডাকে কে যেন, 'পথিক,
আজও রাঙা হয়ে ওঠেনি ত দিক !
অভিমানী মোর ! এখনি ছিঁড়িবে বাঁধন কেমন করি' ?
চোখে নাই জল—বক্ষের মোর ব্যথা ত যায় নি মরি।'

কেমনে বুঝাই কী যে আমি চাই, চির জনমের প্রিয়া !
কেমনে বুঝাই—এত হাসি গাই তবু কাঁদে কেন হিয়া !
আছে তব বুকে করুণার ঠাঁই,
স্বর্গের দেবী—চোখে জল নাই !
কত জীবনের অভিশাপ এ যে, কতবার জনমিয়া—
পারিজাত-মালা ছুঁইতে শুকালে—হারাইলে দেখা দিয়া।

ব্যর্থ মোদের গোধূলি-লগন এই সে জনমে নহে,
বাসর-শয়নে হারায়ে তোমায় পেয়েছি চির-বিরহে !

কত সে লোকের কত-নদনদী
পারায়ে চলেছি মোরা নিরবধি,
মোদের মাঝারে শত জনমের শত সে জলধি বহে।
বারে বারে ডুবি বারে বারে উঠি জন্ম-মৃত্যু-দহে!

বারে বারে মোরা পাষাণ হইয়া আপনারে থাকি ভুলি',
ক্ষণেকের তরে আসে কবে ঝড়, বন্ধন যায় খুলি'।
সহসা সে কোন্ সন্ধ্যায়, রানী,
চকিতে হয় গো চির-জানাজানি!
মনে প'ড়ে যায় অভিশাপ-বাণী, উড়ে যায় বুল্‌বুলি।
কেঁদে কও, 'প্রিয়, হেথা নয়, হেথা লাগিয়াছে বহু ধূলি।'

মুছি' পথধূলি বুকে ল'বে তুলি' মরণের পারে কবে,
সেই আশে, প্রিয়, সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে!
কে জানিত হায় মরণের মাঝে
এমন বিয়ের নহবত্ বাজে!
নব-জীবনের বাসর-দুয়ারে কবে 'প্রিয়া' 'বধূ' হবে—
সেই সুখে, প্রিয়, সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে!

১৪০০ সাল

[কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের "আজি হ'তে শতবর্ষ পরে" পড়িয়া]

আজি হ'তে শতবর্ষ আগে
হে কবি, স্মরণ তুমি ক'রেছিলে আমাদের শত অনুরাগে,
আজি হ'তে শত বর্ষ আগে।

ধেয়ানী গো, রহস্য দুলাল!
উতারি' ঘোমটাখানি তোমার আঁখির আগে
কবে এল সুদূর আড়াল?
অনাগত আমাদের দখিন-দুয়ারী
বাতায়ন খুলি' তুমি, হে গোপাল হে স্বপন-চারী,
এসেছিলে বসন্তের গন্ধবহ-সাথে,
শতবর্ষ পরে যথা তোমার কবিতাখানি পড়িতেছি রাতে!
নেহারিলে বেদনা-উজ্জ্বল আঁখি-নীরে,
আন্‌মনা প্রজাপতি নীরব পাখায়
উদাসীন, গেলে ধীরে ফিরে!

আজি মোর শতবর্ষ পরে
যৌবনা-বেদন-রাঙা তোমার কবিতাখানি
পড়িতেছি অনুরাগ-ভরে।
জড়িত জাগর ঘুমে শিথিল শয়নে
শুনিতেছে প্রিয়া মোর তোমার ইঙ্গিত-গান সজল নয়নে!

আজো হায়
বারে বারে খুলে যায়
দক্ষিণের রুদ্ধ বাতায়ন,
গুমরি' গুমরি' কাঁদে উচাটন বসন্ত-পবন

মনে মনে বনে বনে পল্লব-মর্মরে,
কবরীর অশ্রুজল বেণী-খসা ফুল-দল পড়ে ঝ'রে ঝ'রে !

ঝিরি ঝিরি কাঁপে কালো নয়ন-পল্লব,
মধুপের মুখ হ'তে কাড়িয়া মধুপী পিয়ে পরাগ-আসব !
কপোতের চঞ্চুপুটে কপোতীর হারায় কূজন,
পরিয়াছে বনবধূ যৌবন-আরক্তিম কিংশুক-বসন !
রহিয়া রহিয়া আজো ধরনীর হিয়া
সমীর উচ্ছ্বাসে যেন ওঠে নিঃশ্বসিয়া !
তোমা হ'তে শতবর্ষ পরে—
তোমার কবিতাখানি পড়িতেছি,
হে কবীন্দ্র, অনুরাগ-ভরে !
আজি এই মদালসা ফাল্গুন-নিশীথে
তোমার ইঙ্গিত জাগে তোমার সঙ্গীতে।
চতুরালি, ধরিয়াছি তোমার চাতুরী !
করি' চুরি
আসিয়াছ আমাদের দুরন্ত যৌবনে,
কাব্য হ'য়ে, গান হ'য়ে, সিক্তকণ্ঠে রঙ্গীলা স্বপনে।
আজিকার যত ফুল—বিহঙ্গের যত গান যত রক্ত-রাগ
তব অনুরাগ হ'তে, হে চির-কিশোর কবি,
আনিয়াছে ভাগ !
আজি নব বসন্তের প্রভাতবেলায়
গান হ'য়ে মাতিয়াছ আমাদের যৌবন-মেলায় !

আনন্দ-দুলাল ওগো চির অমর !
তরুণ তরুণী মোরা গাহিতেছি আজি তব মাধবী বাসর !
যত গান গাহিয়াছ ফুল ফোটা রাতে—
সবগুলি তার

একবার-তা'পর আবার
প্রিয়া গাহে, আমি গাহি, আমি গাহি প্রিয়া গাহে সাথে !
গান-শেষে অর্ধরাতে স্বপনেতে শুনি
কাঁদে প্রিয়া, "ওগো কবি ওগো বন্ধু ওগো মোর গুণী"—
স্বপ্ন যায় থামি',
দেখি, বন্ধু, আসিয়াছ প্রিয়ার নয়ন-পাতে অশ্রু হ'য়ে নামি'।

মনে লাগে শতবর্ষ আগে
তুমি জাগো—তব সাথে আরো কেহ জাগে
দূরে কোন্ ঝিলিমিলি-তলে
লুলিত অঞ্চলে।
তোমার ইঙ্গিতখানি সঙ্গীতের করুণ পাখায়
উড়ে যেতে যেতে সেই বাতায়নে ক্ষণিক তাকায়,
ছুঁয়ে যায় আঁখি-জল-রেখা,
নুয়ে যায় অলক-কুসুম,
তারপর যায় হারাইয়া,—তুমি একা বসিয়া নিঝ্ঝুম !
সে কাহার আঁখিনীর-শিশির লাগিয়া,
মুকুলিকা বাণী তব কোন্‌টি বা ওঠে মুঞ্জরিয়া,
কোন্‌টি বা তখনো গুঞ্জরি' ফেরে মনে
গোপনে স্বপনে !

সহসা খুলিয়া গেল দ্বার,
আজিকার বসন্ত-প্রভাতখানি দাঁড়াল করিয়া নমস্কার !
শতবর্ষ আগেকার তোমারি সে বাসন্তিকা দূতী
আজি নব নবীনে রে জানায় আকুতি !....
হে কবি—শাহান-শাহ ! তোমারে দেখিনি মোরা,
সৃজিয়াছ যে তাজমহল—
শ্বেতচন্দনের ফোঁটা কালের কপালে ঝলমল—

বিস্ময়-বিমুগ্ধ মোরা তাই শুধু হেরি,
যৌবনেরে অভিশাপি—"কেন তুই শতবর্ষ করিলি রে দেরী ?"
হায় মোরা আজ
মোম্‌তাজে দেখিনি, শুধু দেখিতেছি তাজ !

শতবর্ষ পরে আজি, হে কবি-সম্রাট !
এসেছে নূতন কবি— করিতেছে তব নান্দীপাঠ !
উদয়াস্ত জুড়ি' আজো তব
কত না বন্দনা-ঋক ধ্বনিয়া উঠিছে নব নব ।
তোমারি সে হারা-সুরখানি
নববেণু-কুঞ্জ ছায়ে বিকশিয়া তোলে নব বাণী ।

আজি তব বরে
শতবেণু-বীণা বাজে আমাদের ঘরে ।
তবুও পুরে না হিয়া ভরে না ক' প্রাণ,
শতবর্ষ সাঁতারিয়া ভেসে আসে স্বপ্নে তব গান ।
মনে হয়, কবি,
আজো আছ অস্তপাট আলো করি' আমাদেরি রবি !
আজি হ'তে শতবর্ষ আগে
যে-অভিবাদন তুমি ক'রেছিলে নবীনেরে রাঙা অনুরাগে,
সে অভিবাদনখানি আজি ফিরে চলে
প্রণামী-কমল হ'য়ে তব পদতলে !

মনে হয় আসিয়াছ অপূর্ণের রূপে
ওগো পূর্ণ, আমাদেরই মাঝে চুপে চুপে !
আজি এই অপূর্ণের কম্প্রকণ্ঠস্বরে
তোমারি বসন্তগান গাহি তব বসন্ত-বাসরে—
তোমা হ'তে শতবর্ষ প'রে !

কাল-বৈশাখী

(১)

বারে বারে যথা কাল-বৈশাখী ব্যর্থ হ'ল রে পুব-হাওয়ায়,
দধীচি-হাড়ের বজ্র-বহ্নি বারে বারে যথা নিভিয়া যায়,
কে পাগল সেথা যাস্ হাঁকি'—
"বৈশাখী কাল-বৈশাখী !"
হেথা বৈশাখী-জ্বালা আছে শুধু, নাই বৈশাখী-ঝড় হেথায়।
সে জ্বালায় শুধু নিজে পুড়ে মরি, পোড়াতে কারেও পারিনে, হায়॥

(২)

কাল-বৈশাখী আসিলে হেথায় ভাঙিয়া পড়িত কোন্ সকাল
ঘুণ-ধরা বাঁশে ঠেকা-দেওয়া ঐ সনাতন দাওয়া, ভগ্ন চাল।
এলে হেথা কাল-বৈশাখী
মরা গাঙে যেত বান ডাকি,'
বদ্ধ জাঙাল যাইত ভাঙিয়া, ছুলিত এ দেশ টাল্‌মাটাল।
শ্মশানের বুকে নাচিত তাথৈ জীবন-রঙ্গে তাল-বেতাল॥

(৩)

কাল-বৈশাখী আসেনি হেথায়, আসিলে মোদের তরু-শিরে
সিন্ধু-শকুন বসিত না আসি' ভিড় ক'রে আজ নদীতীরে।
জানি না কবে সে আসিবে ঝড়
ধুলায় লুটাবে শত্রুগড়,
আজিও মোদের কাটেনি ক' শীত, আসেনি ফাল্গুন বন ঘিরে।
আজিও বলির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া ওঠেনি মন্দিরে॥

জাগেনি রুদ্র, জাগিয়াছে শুধু অন্ধকারের প্রথম-দল,
ললাট-অগ্নি নিবেছে শিবের ঝরিয়া জটার গঙ্গাজল।
জাগেনি শিবানী—জাগিয়াছে শিবা,
আঁধার সৃষ্টি—আসেনি ক দিবা,
এরি মাঝে হায়, কাল-বৈশাখী স্বপ্ন দেখিলি কে তোরা বল্‌!
আসে যদি ঝড়, আসুক, কুলোর বাতাস কে দিবি অগ্রে চল্‌॥

ভোরের পাখি

ওরে ও ভোরের পাখি !
আমি চলিলাম তোদের কণ্ঠে আমার কণ্ঠ রাখি'।
তোদের কিশোর তরুণ গলার সতেজ দৃপ্ত সুরে
বাঁধিলাম বীণা, নিলাম সে সুর আমার কণ্ঠে পু'রে।
উপলে নুড়িতে চুড়ি কিঙ্কিনী বাজায়ে তোদের নদী
যে গান গাহিয়া অকূলে চাহিয়া চলিয়াছে নিরবধি—
তারি সে গতির নূপুর বাঁধিয়া লইলাম মম পায়ে,
এরি তালে মম ছন্দ-হরিণী নাচিবে তমাল-ছায়ে।

যে-গান গাহিলি তোরা,
তারি সুর লয়ে ঝরিবে আমার গানের পাগলা-ঝোরা।
তোদের যে গান শুনিয়া রাতের বনানী জাগিয়া ওঠে,
শিশু অরুণেরে কোলে ক'রে উষা দাঁড়ায় গগন-তটে,
গোঠে আনে ধেনু বাজাইয়া বেণু রাখাল বালক জাগি,'
জল নিতে যায় নব আনন্দে নিশীথের হতভাগী,
শিখিয়া গেলাম তোদের সে গান! তোদের পাখার খুশি
যাহার আবেগে ছুটে' আসে জেগে পূব-আঙিনায় ঊষী,
যাহার রণনে কুঞ্জে কাননে বিকাশে কুসুম-কুঁড়ি,
পলাইয়া যায় গহন-গুহায় আঁধার নিশীথ-বুড়ি,
সে খুশীর ভাগ আমি লইলাম। অমনি পক্ষ মেলি'
গাহিব ঊর্ধ্বে, ফুটিবে নিম্নে আবেশে চম্পাবেলী!

তোদের প্রভাতী ভিড়ে
ভিড়লাম আমি, নিলাম আশায় তোদের ক্ষণিক নীড়ে।

ওরে ও নবীন যুবা!

তোদের প্রভাত্-স্তবের সুরে রে বাজে মম দিল্‌রুবা।
তোদের চোখের যে জ্যোতিঃ দীপ্তি রাঙায় রাতের সীমা,
রবির ললাট হ'তে মুছে নেয় গোধূলির মলিনিমা,
যে-আলোক লভি' দেউলে দেউলে মঙ্গল-দীপ জ্বলে,
অকম্প যার শিখা সন্ধ্যার ম্লান অঞ্চল-তলে,
তোদের সে আলো আমার অশ্রু-কুহেলি-মলিন চোখে
লইলাম পুরি'! জাগে "সুন্দর" আমার ধেয়ান-লোকে!

জাগরণ

জেগে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের দ্বারে আসি'
ওরে পাগল, আর কতদিন বাজাবি তোর বাঁশী !
ঘুমায় যারা মখ্‌মলের ঐ কোমল শয়ন পাতি'
অনেক আগেই ভোর হয়েছে তাদের দুখের রাতি।
আরাম-সুখের নিদ্রা তাদের ; তোর এ জাগার গান
ছোঁবে না ক প্রাণ রে তাদের, যদিই বা ছোঁয় কান !

নির্ভয়ের ঐ সুখের কূলে বাঁধল যারা বাড়ি,
আবার তারা দেবে না রে ভয়ের সাগর পাড়ি।
ভিতর হ'তে যাদের আগল শক্ত ক'রে আঁটা
"দ্বার খোল গো" ব'লে তাদের দ্বারে মিথ্যা হাঁটা।
ভোল্ রে এ পথ ভোল্,
শান্তিপুরে শুনবে কে তোর জাগর-ডঙ্কা-রোল !

ব্যথাতুরের কান্না পাছে শান্তি ভাঙে এসে
তাইতে যারা খাইয়ে ঘুমের আফিম সর্বনেশে
ঘুম পাড়িয়ে রাখছে নিতুই, সে ঘুম-পুরে আসি'
নতুন ক'রে বাজা রে তোর নতুন সুরের বাঁশী !
নেশার ঘোরে জানে না হায়, এরা কোথায় প'ড়ে
গলায় তাদের চালায় ছুরি কেই-বা বুকে চ'ড়ে,
এদের কানে মন্ত্র দে রে, এদের তোরা বোঝা,
এরাই আবার করতে পারে বাঁকা কপাল সোজা।

কর্ষণে যার পাতাল হ'তে অনুর্বর এই ধরা
ফুল-ফসলের অর্ঘ্য নিয়ে আসে আঁচল ভরা,

কোন্ সে দানব হরণ করে সে দেব-পূজার ফুল—
জানিয়ে দে তুই মন্ত্র-ঋষি, ভাঙরে তাদের ভুল !

বর্বরদের অনুর্বর ঐ হৃদয়-মরু চ'ষে
ফল ফলাতে পারে এরাই আবার ঘরে ব'সে।
বাঘ-ভালুকের বাথান তেড়ে নগর বসায় যারা
রসাতলে পশ্‌বে মানুষ-পশুর ভয়ে তারা ?
তাদেরই ঐ বিতাড়িত বন্য পশু আজি
মানুষ-মুখো হয়েছে রে সভ্য-সাজে সাজি।'
টান মেরে ফেল্ মুখোস তাদের, নখর দন্ত লয়ে
বেরিয়ে আসুক মনের পশু বনের পশু হয়ে !

তারাই দানব অত্যাচারী—যারা মানুষ মারে,
সভ্যবেশী ভণ্ড পশু মার্‌তে ডরাস্ কারে ?
এতদিন যে হাজার পাপের বীজ হয়েছে বোনা
আজ তা কাটার এল সময়, এই সে বাণী শোনা !
নতুন যুগের নতুন নকীব, বাজা নতুন বাঁশী,
স্বর্গ-রানী হবে এবার মাটির মায়ের দাসী !

সুরের দুলাল

পাকা ধানের গন্ধ-বিধুর হেমন্তের এই দিন-শেষে,
সুরের দুলাল, আস্‌লে ফিরে দিগ্‌বিজয়ীর বর-বেশে!
আজো মালা হয়নি গাঁথা হয়নি আজো গান রচন,
কুহেলিকার পর্দা-ঢাকা আজো ফুলের সিংহাসন।
অলস বেলায় হেলাফেলায় ঝিমায় রূপের রঙমহল,
হয়নি ক' সাজ রূপ-কুমারীর নিঁদ টুটেছে এই কেবল।
আয়োজনের অনেক বাকি—শুনন্থু হঠাৎ খোশ্‌খবর,
ওরে অলস, রাখ্‌ আয়োজন, সুর-শা'জাদা আস্‌ল ঘর।
ওঠ্‌ রে সাকী, থাক্‌ না বাকী ভর্‌তে রে তোর লাল গেলাস
শূন্য গেলাস ভর্‌ব—দিয়ে চোখের পানি মুখের হাস।

দম্ভ ভরে আস্‌লো না যে ধ্বজায় বেঁধে ঝড়-তুফান,
যাহার আসার খবর শুনে গর্জাল না তোপ-কামান,
কুসুম দলি' উড়িয়ে ধূলি আস্‌লো না যে রাজপথে—
আয়োজনের আড়াল তা'রে কর্‌ব গো আজ কোন্‌মতে।
সে এল গো যে-পথ দিয়ে স্বর্গে বহে সুরধুনী,
যে-পথ দিয়ে ফেরে ধেনু মাঠের বেণুর রব শুনি'!
যেমন সহজ পথ দিয়ে গো ফসল আসে আঙিনায়,
যেমন বিনা সমারোহে সাঁঝের পাখি যায় কুলায়।
সে এল যে আমন-ধানের নবান্ন উৎসব-দিনে
হিমেল হাওয়ায় অঘ্রাণের এই সুঘ্রাণেরি পথ চিনে'।

আনেনি সে হরণ ক'রে রত্ন-মানিক সাত-রাজার,
সে এনেছে রূপকুমারী আঁখির প্রসাদ, কণ্ঠহার।

সুরের সেতু বাঁধল সে গো, উর্ধ্বে তাহার শুনি স্তব,
আস্‌ছে ভারত-তীর্থ লাগি' শ্বেত-দ্বীপের ময়-দানব।

পশ্চিমে আজ ডঙ্কা বাজে পূবের দেশে বন্দীদের,
বীণার গানে আমরা জয়ী, লাজ মুছেছি অদৃষ্টের !

কণ্ঠ তোমার জাদু জানে, বন্ধু ওগো দোসর মোর !
আসলে ভেসে গানের ভেলায় বৃন্দাবনের বংশী-চোর।
তোমার গলার বিজয়-মালা বন্ধু এক নয় তোমার,
ঐ মালাতে রইল গাঁথা মোদের সবার পুরস্কার।
কখন আঁখির অগোচরে বস্‌লে জুড়ে' হৃদয়-মন,
সেই হৃদয়ের লহ প্রীতি, সজল আঁখির জল-লিখন।

শরৎচন্দ্র

নব ঋত্বিক নব যুগের !
নমস্কার ! নমস্কার !
আলোকে তোমার পেনু আভাস
নওরোজের নব উষার !
তুমি গো বেদনা-সুন্দরের
দর্‌দ্‌-ই-দিল্‌ ; নীল মানিক,
তোমার তিক্ত কণ্ঠে গো
ধ্বনিল সাম বেদনা-ঋক্‌
হে উদীচি উষা চির-রাতের,
নরলোকের হে নারায়ণ !
মানুষ পারায়ে দেখিলে দিল্‌—
মন্দিরের দেব-আসন।
শিল্পী ও কবি আজ দেদার
ফুলবনের গাইছে গান,
আস্‌মানী-মৌ স্বপনে গো
সাথে তাদের করনি পান।
নিঙাড়িয়া ধূলা মাটির রস
পিইলে শিব নীল আসব,
দুঃখ কাঁটায় ক্ষত হিয়ার
তুমি তাপস শোনাও স্তব।
স্বর্গভ্রষ্ট প্রাণধারায়
তব জটায় দিলে গো ঠাঁই,
মৃত সাগরের সে দেশ
পেয়েছে প্রাণ আজিকে তাই।

পায়ে দলি' পাপ সংস্কার
খুলিলে বীর স্বর্গদ্বার,
শুনাইলে বাণী, "নহে মানব—
গাহি গো গান মানবতার।

মনুষ্যত্ব পাপী তাপীর
হয় না লয়, রয় গোপন,
প্রেমের জাদু স্পর্শে সে
লভে অমর নব জীবন!"

নির্মমতায় নর-পশুর
হায় গো যার চোখের জল
বুক জমে হ'ল হিম-পাষাণ,
হ'ল হৃদয় নীল গরল;
প্রখর তোমার তপ-প্রভায়
বুকের হিমগিরি-তুষার—
গলিয়া নামিল প্রাণের ঢল,
হ'ল নিখিল মুক্ত-দ্বার।

শুভ্র হ'ল গো পাপ মলিন
শুচি তোমার সমব্যথায়,
পাঁকের উর্ধ্বে ফুটিল ফুল
শঙ্কাহীন নগ্নতায়!

শাস্ত্র-শকুন নীতি-ন্যাকার
রুচি-শিবার হট্টরোল
ভাগাড়ে শ্মশানে উঠিল ঘোর,
কাঁদে সমাজ চর্মলোল!
উর্ধ্বে যতই কাদা ছিটায়
হিংসুকের নোংরা কর,

সে কাদা আসিয়া পড়ে সদাই
তাদেরি হীন মুখের প'র !
চাঁদে কলঙ্ক দেখে যারা
জ্যোৎস্না তার দেখেনি হায় !
ক্ষমা করিয়াছ তুমি, তাদের
লজ্জাহীন বিজ্ঞতায় !
আজ যবে সেই পেচক-দল
শুনি তোমার করে স্তব,
সেই তো তোমার শ্রেষ্ঠ জয়,
নিন্দুকের শঙ্খ-রব !
ধর্মের নামে যুধিষ্ঠির
"ইতি গজের" করুক ভান !
সব্যসাচী গো ধর ধনুক—
হে দুর্জয়, কর গো ক্ষয় !
দেখাও স্বর্গ তব বিভায়
এই ধূলার ঊর্ধ্বে নয় !
দেখিছ কঠোর বর্তমান,
নয় তোমার ভাব-বিলাস,
তুমি মানুষের বেদনা-ঘায়
পাওনি গো ফুল-সুবাস ।
তোমার সৃষ্টি মৃত্যুহীন
নব ধরার জীবন-বেদ,
করনি মানুষে অবিশ্বাস
দেখিয়া পাপ পঙ্ক ক্লেদ ।
পুষ্পবিলাস নয় তোমার
পাওনি তাই পুষ্প-হার,

বেদনা-আসনে বসায়ে আজ
করে নিখিল পূজা তোমার!
অসীম আকাশে বাঁধনি ঘর
হে ধরণীর নীল দুলাল!
তব সাম-গান ধূলামাটির
র'বে অমর নিত্যকাল!
হয় ত আসিবে মহাপ্রলয়
এ দুনিয়ার দুঃখ-দিন
সব যাবে শুধু র'বে তোমার
অশ্রুজল অন্তহীন।
অথবা যেদিন পূর্ণতায়
সুন্দরের হবে বিকাশ,
সে দিনো কাঁদিয়া ফিরিবে এই
তব দুখের দীর্ঘশ্বাস।
মানুষের কবি! যদি মাটির
এই মানুষ বাঁচিয়া রয়—
র'বে প্রিয় হয়ে হৃদি-ব্যথায়,
সর্বলোক গাহিবে জয়!

প্রলয় শিখা

বিশ্ব জুড়িয়া প্রলয়-নাচন লেগেছে ঐ
নাচে নটনাথ কাল-ভৈরবী তাথৈ থৈ।
সে নৃত্যবেগে ললাট-অগ্নি প্রলয়-শিখ্
ছড়ায়ে পড়িল হের রে আজিকে দিগ্বিদিক।
সহস্র-ফণা বাসুকীর সম বহ্নি সে
শ্বসিয়া ফিরিছে, জরজর ধরা সেই বিষে।
নবীন রুদ্র আমাদের তনু-মনে জাগে
সে প্রলয়-শিখা রক্ত উদয়ারুণ রাগে।
ভরার মেয়ের সম ধরা হয়ে অপহৃতা
দৈত্য-আগারে চলিতে কাঁদিয়া মরে বৃথা;
আমরা শুনেছি লাঞ্ছিতের সে পথ-বিলাপ,
সজল আকাশে উঠিয়াছি তাই বজ্র-শায়ক ইন্দ্রচাপ।
মুক্ত ধরণী হইয়াছে আজি বন্দীবাস,
নহে ক' তাহার অধীন তাহার স্থল জল বায়ু নীল আকাশ।
মুক্তি দানিতে এসেছি আমরা দেব-অভিশাপ দৈত্যত্রাস,
দশদিক জুড়ি জ্বলিয়া উঠেছে প্রলয়-বহ্নি সর্বনাশ!
উর্ধ্ব হইতে এসেছি আমরা প্রলয়ের শিখা অনির্বাণ,
জতুগৃহদাহ-অন্তে করিব জ্যোতির স্বর্গে মহাপ্রয়াণ।

॥ নমস্কার ॥

তোমারে নমস্কার,
যাহার উদয়-আশায় জাগিছে রাতে অন্ধকার।
বিহগকণ্ঠে জাগে অকারণ পুলক আশায় যার,
স্তব্ধ পাখায় লাগে গতিবেগ চপল দুর্নিবার,
ঘুম ভেঙ্গে যায় নয়ন-সীমায় লাগিয়া যার আভাস,
কমলের বুকে অজানিতে জাগে মধুর গন্ধবাস,
জাগে সহস্র শিশির মুকুরে সহস্র মুখ যার
না-আসা দিনের সূর্য সে তুমি, তোমারে নমস্কার।

নমো দেবী নমো নম,
ছুটিয়া চলিছ স্রোত তরঙ্গ পাহাড়ী হরিণী সম।
অটল পাষাণ অচপল গিরি-রাজ্যের চপল মেয়ে
চলেছ তটিনী তটে তটে নট-মল্লারে গান গেয়ে।
কূলে কূলে হাস পল্লবে ফুলে ফল ফসলের রানী,
বধির ধরারে শোনাও নিত্য কল-কল-কল বাণী।
তব কলভাষে খল খল হাসে বোবা ধরণীর শিশু,
ওগো পবিত্রা, কূলে কূলে তব কোলে কোলে নব শিশু!
তব স্রোত-বেগে জাগে আনন্দ জাগিছে জীবন নিতি,
চির-পুরাতন পাষাণে বহাও চির নূতনের গীতি।
জড়েরে জড়ায়ে নাচিছ প্রাণদা, দাও নবপ্রাণ তার,
শ্মশানের পাশে ভাগীরথী তুমি, তোমারে নমস্কার!

* * * *

চাষার গান

আমাদের জমির মাটি ঘরের বেটি
সমান, রে ভাই !
কে রাবণ করে হরণ
দেখব রে তাই ॥

আমাদের ঘরের বেটির কেশের মুঠি
ধ'রে নে' যায় সাগর পারে,
দিয়ে হাত মাথায় শুধু
ঘরে ব'সে রইব না রে।
যে লাঙল-ফলা দিয়ে
শস্য ফলাই মরুর বুকে,
আছে সে লাঙল আজও
রুখবো তাতেই রাজার সেপাই ॥

পাঁচনীর আশীর্বাদে
মানুষ করি ঠেঙিয়ে বলদ,
সে পাঁচন আছে আজও,
ভাঙব তাতেই ওদের গলদ।
যে জলে ভাসছি মোরা
চল্ সে জলে মোদের ভাসাই ॥

পাথুরে পাহাড় কেটে'
নিঙাড়ি' নীরস ধরা,
আনি রে ঝর্ণা-ধারা
এ নিখিল শীতল-করা।

আজি সে গাঁইতি শাবল
কোথায় গেল হাতে কি নাই ॥

খেতেছে ফসল নিতুই
ডিঙিয়ে বেড়ার কাঁটা,
এবারের পূজোয় নতুন
বলি দে সে-সব পাঁঠা।
দেখিবি আস্‌বে ফিরে'
শক্তিময়ী আবার হেথাই ॥

*　　　*　　　*

নব-ভারতের হল্‌দিঘাট

বালাশোর-বুড়িবালামের তীর নব-ভারতের হল্‌দিঘাট
উদয়-গোধূলি-রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিল যথা অস্তপাট ॥

আ-নীল গগন গম্বুজ ছোঁওয়া কাঁপিয়া উঠিল নীল অচল,
অস্ত রবিরে ঝুঁটি ধরে আনে মধ্য গগনে কোন্ পাগল !
আপন বুকের রক্ত ঝলকে পাংশু রবি রে করে লোহিত,
বিমানে বিমানে বাজে দুন্দুভি, থর থর কাঁপে স্বর্গ-ভিত্ ।
দেবকী মাতার বুকের পাথর নড়িল কারায় অকস্মাৎ,
বিনা মেঘে হ'ল দৈত্যপুরীর প্রাসাদে সেদিন বজ্রপাত ।
নাচে ভৈরব, শিবানী, প্রমথ জুড়িয়া শ্মশান মৃত্য-নাট,—
বালাশোর-বুড়িবালামের তীর নব-ভারতের হল্‌দিঘাট ॥

অভিমন্যুর দেখেছিস রণ ? যদি দেখিস্‌নি, দেখিবি আয়,
আধা পৃথিবীর রাজার হাজার সৈনিকে চারি তরুণ হটায় ।
ভাবী ভারতের না-চাহিতে-আসা নবীন প্রতাপ, নেপোলিয়ন,
ঐ "যতীন্দ্র" রণোন্মত্ত-শনির সহিত অশনি-রণ ।
দুই বাহু আর পশ্চাৎ তার রুষিছে তিন বালক শের,
"চিত্তপ্রিয়", "মনোরঞ্জন", নীরেন—ত্রিশূল ভৈরবের !
বাঙালীর রণ দেখে যারে তোরা-রাজপুত, শিখ, মারাঠা, জাঠ !
বালাশোর-বুড়িবালামের তীর নব-ভারতের হল্‌দিঘাট ॥

চার হাথিয়ারে দেখে যা কেমনে বধিতে হয় রে চার হাজার,
মহাকাল করে কেমনে নাকাল নিতাই গোরার লালাবাজার !
অস্ত্রের রণ দেখেছিস্ তোরা, দেখ নিরস্ত্র প্রাণের রণ ;
প্রাণ যদি থাকে কেমনে সাহসী করে সহস্র প্রাণ-হরণ— !

হিংস-বুদ্ধ-মহিমা দেখিবি, আয় অহিংস-বুদ্ধগণ—
হেসে যারা প্রাণ নিতে জানে, প্রাণ দিতে পারে তারা হেসে কেমন ॥
অধীন ভারত করিল প্রথম স্বাধীন-ভারত মন্ত্রপাঠ,
বালাশোর-বুড়ি-বালামের তীর নব-ভারতের হল্‌দিঘাট ॥

সে মহিমা হেরি ঝুঁকিয়া পড়েছে অসীম আকাশ, স্বর্গ-দ্বার,
ভারতের পূজা-অঞ্জলি যেন দেয় শিবে, খাড়া নীল পাহাড় !
গগন চুম্বী গিরি শির হ'তে ইঙ্গিত দিল বীরের দল,
"মোরা স্বর্গের পাইয়াছি পথ তোরা যাবি যদি, এ পথে চল্ !
স্বর্গ-সোপানে রাখিনু চিহ্ন মোদের বুকের রক্ত ছাপ,
ঐ সে রক্ত-সোপানে আরোহি' মোছ্ রে পরাধীনতার পাপ !
তোরা ছুটে আয় অগণিত সেনা, খুলে দিনু দুর্গের কবাট !"
বালাশোর-বুড়িবালামের তীর—নব-ভারতের-হল্‌দিঘাট ॥

যতীন দাস

আসিল শরৎ সৌরাশ্বিন, দেবদেবী যবে ঘুমায়ে রয়
পাষাণ-স্বর্গ হিমালয় চূড়ে শুভ্র মৌলি তুষারময়।
ধরার অশ্রু—সাত সাগরের লোনা জল উঠি' রাত্রিদিন
ধোঁয়াইয়া ওঠে স্বর্গের পানে, অভিমানে জমে হয় তুহিন।
পাষাণ স্বর্গ, পাষাণ দেবতা, কোথা দুর্গতি-নাশিনী মা,
বলির রক্তে রাঙিয়া উঠেছে যুগে যুগে দশ দিক-সীমা।
খড়ের মাটির দুর্গা গড়িয়া দুর্গে বন্দী পূজারী-দল
করে অভিনয়! দেবী-বিগ্রহ জয় গতিহীন চির-অচল।
দেবতা ঘুমায়, ঘুমায় মানুষ, এরি মাঝে নিজ তপোবলে
জোর করে' নেয় দেবতার বর দৈত্য-দানব দলে দলে।
মোরা পূজা করি, পূজা-শেষে চাই পায়ের পদ্ম শুভ-আশিস্,
ওরা চেয়ে নেয় কালীর খড়্গ, বিষ্ণুর গদা, শিবের বিষ।
তপস্যা নাই, ঢাক ঢোল পিটে' দেবতা জাগাতে করি পূজা,
দশ-প্রহরণ-ধারিণী এল না দশ শ' বছরে দশ-ভূজা।...

এমনি শরৎ সৌরাশ্বিনে অকাল-বোধনে মহামায়ার
যে পূজা করিল লঙ্কেশ্বরে বধিতে ত্রেতায় রামাবতার,
আজিও আমরা সে দেবীপূজার অভিনয় ক'রে চলিয়াছি,
লঙ্কা-সায়রী রাবণ মোদেরে ধরিয়া গলায় দেয় কাছি!
দুঃসাহসীরা দুর্গা বলিয়া হয়ত কাছিতে পড়ে ঝুলে,
দেবীর আসন তেমনি অটল, শুধু নিমেষের তরে দুলে।
বলি দিয়া মোরা পূজেছি দেবীরে নব-ভারতের পূজারী-দল
গিয়াছিনু ভুলি'—দেবীরে জাগাতে দিতে হয় আঁখি-নীলোৎপল।

মহিষ-অসুর-মর্দিনী মা গো, জাগ্ এইবার খড়্গ ধর।
দিয়াছি "যতীনে" অঞ্জলি—নব-ভাবতের আঁখি-ইন্দীবর।

টুটে তপস্যা, ওঠে জাগি' ঐ পূজা-রত অভিনব ভারত,
ভারত-সিন্ধু গর্জি' উঠিল নিযুত শঙ্খ-মন্ত্রবৎ।
"উলু উলু" বোলে পুরনারী, দোলে হিম-কৈলাশ টাল্‌মাটাল্‌,
কারাগারে টুটে অর্গল, ওঠে রাঙিয়া আশার পূর্ব-ভাল।
ছুটে বিমুক্ত-পিঞ্জর, পায়ে লুটে শৃঙ্খল ছিন্ন ঐ,
নাচে ভৈরব, ভৈরবী নাচে ছিন্নমস্তা তাথৈ থৈ।
আকাশে আকাশে বৃংহতি-নাদ করে কোটি মেঘ ঐরাবত,
সাগর শুষিয়া ছিটাইছে বারি, ও কি ফুল হানে পুষ্পরথ!
এ কি এ শ্মশান-উল্লাস, নাচে ধূর্জটি শিরে ভাগীরথী,
অকূল তিমিরে সহসা ভাতিল নব-উদীচির নব-জ্যোতি।
বিস্ময়ে আঁখি মেলিয়া চাহিনু, দেখা যায় শুধু দেবী-চরণ,
মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল শিব যে চরণ-তলে মাগে মরণ!
ভৈরব নাচে উর্ধ্বে, নিম্নে খণ্ডিত শিরে মহিষাসুর,
দুলিছে রক্ত-সিক্ত খড়্গ, কাঁপিছে তরাসে অসুর-পুর।
চীৎকারি' ওঠে উল্লাসে নব-ভারতের নব-পূজারীদল,
"চাই না মা তোর শুভদ আশিস, চাই শুধু ঐ চরণ-তল—
যে চরণে তোর বাহন সিংহ, মহিষ-অসুর মথিয়া যাস্।
যদি বর দিস্, দিয়ে যা বরদা, দিয়ে যা শক্তি দৈত্য-ত্রাস!"

শুধু দেখা যায় দেবীর রক্ত-চরণ, খড়্গ, মহিষাসুর,—
ওকে ও চরণ-নিম্নে ঘুমায় সমর-শয়নে বিজয়ী শূর!
কে যতী-ইন্দ্র তরুণ তাপস দিয়া গেলে তুমি এ কি এ দান?
শবে শবে গেলে প্রাণ সঞ্চারি'-কেশব, বিলায়ে তোমার প্রাণ!
তিলে তিলে ক্ষয় করি' আপনারে তিলোত্তমারে সৃজিলে, হায়!
সুন্দ ও উপসুন্দ অসুর বিনাশিতে তব তপ-প্রভায়!

হাতে ছিল তব চক্র ও গদা, গ্রহণ করনি হেলায়, বীর !
বুকে ছিল প্রাণ, তাই দিয়ে রণ জিনে গেলে প্রাণহীন জাতির।
তোমার হাতের শ্বেত-শতদল, শুভ্র মহাপ্রাণ তোমার,
দিয়া গেলে তব জাতিরে আশিস্, তোমার হাতের নমস্কার !
লইবে কে বীর উন্নত-শির দেবতার দান সে শতদল,
টলিয়া উঠেছে বিস্ময়ে ত্রাসে বিন্ধ্য হইতে হিম-অচল।
নামিয়া আসিল এতদিনে বুঝি হিম-গিরি হ'তে পাষাণী মা,
কে জানে কাহার রক্তে রাঙিয়া উঠিতেছে দশ-দিক-সীমা !

দেখালে মায়ের রক্ত-চরণ, কে দেখাবে দেবী-মূর্তি মা'র,
ভারত চাহিয়া আছে তার পানে, কে করিবে প্রতি-নমস্কার !

সাহেব ও মোসাহেব

সাহেব কহেন, "চমৎকার! সে চমৎকার!"
মোসাহেব বলে, "চমৎকার সে হতেই হবে যে!
হুজুরের মতে অমত্ কার?"

সাহেব কহেন, "কী চমৎকার
বল্‌তেই দাও, আহা হা!"
মোসাহেব বলে, "হুজুরের কথা শুনেই বুঝেছি,
বাহবা বাহবা বাহবা!"

সাহেব কহেন, "কথাটি কি জান? সে দিন—"
মোসাহেব বলে, "জানি না আবার?
ঐ যে, কি বলে, যে দিন—"

সাহেব কহেন, "সে দিন বিকেলে
বৃষ্টিটা ছিল স্বল্প।"
মোসাহেব বলে, "আহাহা শুনেছ?
কিবা অপরূপ গল্প!"

সাহেব কহেন, "আরে ম'লো! আগে
বল্‌তেই দাও গোড়াটা!
সাহেব কহেন, "কি বল্‌ছিলাম,
গোলমালে গেল গুলায়ে!"
মোসাহেব বলে, "হুজুরের মাথা! গুলাতেই হবে।
দিব কি হস্ত বুলায়ে?"

সাহেব কহেন, "শোনো না! সেদিন
সূর্য উঠেছে সকালে!"

মোসাহেব বলে, "সকালে সূর্য ? আমরা কিন্তু
দেখি না কাঁদিলে কোঁকালে !"

সাহেব কহেন, "ভাবিলাম, যাই,
আসি খানিকটা বেড়ায়ে।"
মোসাহেব বলে, "অমন সকাল ! যাব কোথা বাবা,
হুজুরের চোখ এড়ায়ে !"

সাহেব কহেন, "হ'ল না বেড়ানো,
ঘরেই রহিনু বসিয়া !"
মোসাহেব বলে, "আগেই বলেছি ! হুজুর কি চাষা,
বেড়াবেন হাল চষিয়া ?"

সাহেব কহেন, "বসিয়া বসিয়া
পড়েছি কখন ঝিমায়ে !"
মোসাহেব বলে, "এই চুপ সব ! হুজুর ঝিমান্ !
পাখা কর্ ; ডাক নিমাই-এ !"

সাহেব কহেন, "ঝিমাইনি, কই
এই ত জেগেই রয়েছি !"
মোসাহেব বলে, হুজুর জেগেই রয়েছেন, তা
আগেই সবারে কয়েছি !"

সাহেব কহেন, "জাগিয়া দেখিনু, জুটিয়াছে যত
হনুমান আর অপদেব !"
"হুজুরের চোখ, যাবে কোথা বাবা ?"
প্রণমিয়া কয় মোসাহেব ॥

আমি অগ্নিশিখা !

আমি অগ্নিশিখা মোরে বাসিয়া ভালো
যদি চাও, তব অন্তরে প্রদীপ জ্বালো ॥

মোর দাহন-জ্বালা রবে আমারি বুকে
তব তিমির-রাতে হব রঙিন-আলো ॥

হব তোমার প্রেমে নব উদয়-রবি
আমি মুছাব প্রাণের তব বিষাদ-কালো ॥

লয়ে বহ্নি-দাহ প্রিয় ! কোরো না খেলা
কবে লাগিবে আগুন, হায় ভাঙিবে মেলা

লেখে আমার মত কেন মরিবে জ্ব'লে ।
তুমি মেঘের মায়া, শুধু সলিল ঢালো ॥

মোরে আঁচল ঢেকে তুমি বাঁচালে ঝড়ে
আজ তুমিই আবার তারে নিভায়োনা লো ॥
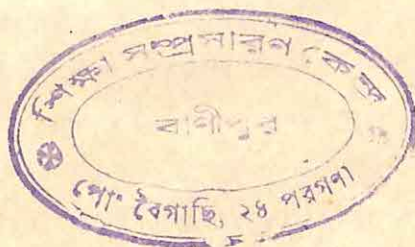
মনের মানুষ

ফিরনু যেদিন দ্বারে কেউ কি এসেছিল ?
মুখের পানে চেয়ে এমন কেউ কি হেসেছিল ?
অনেক তো যে ছিল বাঁশী
অনেক হাসি, অনেক ফাঁসি
কই কেউ কি ডেকেছিল আমায়, কেউ কি যেচেছিল ?
ওগো এমন ক'রে নয়ন জলে কেউ কি ভেসেছিল ?

তোমরা যখন সবাই গেলে ঠেলে পায়ে,
আমার সকল সুধাটুকুন পিয়ে,
সেই তো এসে বুকে ক'রে তুললো আপন নায়ে
আচম্‌কা কোন না-চাওয়া পথ দিয়ে।

আমার যত কলঙ্ক সে
হেসে বরণ করলে এসে
আহা বুক-জুড়ানো এমন ভালো কেউ কি বেসেছিল ?
ওগো জানতো কে যে মনের মানুষ সবার শেষে ছিল ॥

কুমিল্লা
আষাঢ়, ১৩২৮

উপেক্ষিত

কান্না হাসির খেলার মোহে অনেক আমার কাটল বেলা
কখন তুমি ডাক দেবে মা, কখন আমি ভাঙব খেলা ?
অজানাকে আস্‌তে জিনে
জগৎটাকে ফেলনু চিনে,
চাই যারে মা তায় দেখি নে
ফিরে এনু তাই একেলা
পরাজয়ের লজ্জা নিয়ে বক্ষে বিঁধে অবহেলা ॥

আজকে বড় শ্রান্ত আমি আশার আশায় মিথ্যা ঘুরে
ওমা এখন বুকে ধর, মরণ আসে ঐ অদূরে।
সৃষ্টিটাকে পায়ের তলে
এসেছি মা হেলায় দ'লে
হৃদয় শুধু জিন্‌তে বলে
খেয়ে এনু পায়ের ঠেলা—
আর সহে না মাগো এখন আমায় নিয়ে হেলাফেলা ॥

বিশ্ব-জয়ের গর্ব আমার জয় করেছে ঐ পরাজয়
ছিন্ন-আশা নেতিয়ে পড়ে, ও মা এসে দাও বরাভয়।
চারদিকে মা প্রবঞ্চনা
ভালোবাসার গিল্টি সোনা
আজ মণি কাল ধূলি-কণা
জুয়ার হাট এই প্রেমের মেলা !
খুইয়েছি সব সাধের খেলায়, বুক ভেঙেছে হেলার ঢেলা
এখন তুমি না ও মা কোলে, নয় অকূলে ভাসাই ভেলা ॥

বাসন্তী

কুহেলীর দোলায় চ'ড়ে
এল ঐ কে এল রে ?
মকরের কেতন ওড়ে
শিমুলের হিঙুল বনে।

পলাশের গেলাস-দোলা
কাননের রংমহলা,
জালিমের ডাল উতলা
লালিমার আলিঙ্গনে ॥

না যেতে শীত-কুহেলী
ফাগুনের ফুল-সেহেলি
এল কি ? রক্ত-চেলী
করেছে বন উজালা।

ভুলালি মন ভুলালি,
ওলো ও শ্যাম-দুলালী,
তমালে ঢাল্‌লি লালী,
নীলিমায় লাল দেয়ালা ॥

ওলো ও ব্যস্ত-বাগীশ
মাধবের নকল-নবীশ
মধুরাত নাই হ'তে-ইস্‌
মাধবীর কুঞ্জে হাজির !

বলি ও মদন-মোহন !
না যেতে শীতের কাঁপন

এসে যে, থালায় এখন
ভরিনি কুঙ্কুম আবীর ॥

হা-রা-রা হোরীর গীতে
মাতিনি আজো শীতে
অধরের পিচ্‌কিরিতে
পুরিনি পানের হিঙুল ।

গাহেনি কোয়েল সখি—
"মর লো গরল ভখি !"
এখনি শ্যাম এলো কি
আসেনি অশোক শিমুল ॥

মোরা সই বক্‌ছি মিছে
ওলো দ্যাখ্‌ শ্যামের পিছে
এসেছে কে এসেছে
দুলে কার চেলীর লালী ।

তখনি বলেছি ভাই
আমাদের এ মান বৃথাই,
এলে শ্যাম আস্‌বেনই রাই—
শ্রীমতী শ্যাম্ দুলালী ॥

পউষের রিক্ত শাখায়
বঁধু যেই বংশী বাজায়,
নীলা বন লাল হয়ে যায়,
ফুলে হয় ফুলেল্ আকাশ ।

এলে শ্যাম বংশী-ধারী
গোপনের গোপ-ঝিয়ারী

ফুল সব শ্যাম-পিয়ারী
ভুলে যায় ছার গেহ-বাস ॥

সাতাশে-মাঘ-বাতাসে
যদি ভাই ফাগুন আসে
আগুনে রঙন হাসে
আমাদের সেই ত হোরি !

শ্রীমতীর লাল কপোলে
দোলে লো পলাশ দোলে,
পায়ে তার পদ্ম ড'লে
দে লো বন আলা করি' ।

খোশ্ আমদেদ

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি ।
ও চরণ ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি ॥
দখিনের হাল্কা হাওয়ায় আস্লে ভেসে সুদূর বরাতী ।
শবে'রাত আজ উজালা গো আঙিনায় জ্বল্ল দীপালি ॥
তালিবন ঝুমকি বাজায়, গায় "মোবারক-বা'দ" কোয়েলা ।
উলসি' উপচে প'ল পলাশ-অশোক ডালের ঐ ডালি ॥
প্রাচীন ঐ বটের ঝুরির দোল্নাতে হায় দুলিছে শিশু ।
ভাঙা ঐ দেউল-চূড়ে উঠল বুঝি নৌ চাঁদের ফালি ॥
এল কি অলখ্-আকাশ বেয়ে তরুণ হারুণ-আল্-রাশীদ্ ।
এল কি আল্-বেরুণী হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালী ॥
সানাইয়াঁ ভয়চ্রোঁ বাজায়, নিঁদ-মহলায় জাগ্ল শাহ্জাদী ।
কারুনের রূপার পুরে নূপুর পায়ে আস্ল রূপ-ওয়ালী ॥
খুশীর এ বুলবুলিস্তানে মিলেছে ফরহাদ ও শিরীঁ ।
লাল এ লায়লি লোকে মজনুঁ হর্দম চালায় পেয়ালী ॥
বাসিফুল কুড়িয়ে মালা না-ই গাঁথিলি, রে ফুল-মালি !
নবীনের আসার পথে উজাড় ক'রে দে ফুল-ডালি ॥

নকীব

নব জীবনের নব-উত্থান-আজান ফুকারী' এস নকীব।
জাগাও জড়! জাগাও জীব।

জাগে দুর্বল, জাগে ক্ষুধা-ক্ষীণ,
জাগিছে কৃষাণ ধূলায় মলিন,
জাগে গৃহহীন, জাগে পরাধীন
জাগে মজ্‌লুম বদ্‌-নসীব!

মিনারে মিনারে বাজে আহ্বান—
'আজ জীবনের নব উত্থান!"
শঙ্কাহরণ জাগিছে জোয়ান
জাগে বলহীন জাগিছে ক্লীব্,
নব জীবনের নব উত্থান
আজান ফুকারি' এস নকীব!

কর্ণফুলী

—ওগো ও কর্ণফুলি,
উজাড় করিয়া দিনু তব জলে আমার অশ্রুগুলি।
যে লোনা জলের সিন্ধু-সিকতে নিতি তব আনাগোনা,
আমার অশ্রু লাগিবে না সখি তার চেয়ে বেশী লোনা!
তুমি শুধু জল কর টলমল ; নাই তব প্রয়োজন
আমার দু-ফোঁটা অশ্রুজলের এ গোপন আবেদন।
যুগ যুগ ধরি' বাড়াইয়া বাহু তব দু'ধারের তীর
ধরিতে চাহিয়া পারেনি ধরিতে, তব জল-মঞ্জীর
বাজাইয়া তুমি ওগো গর্বিতা চলিয়াছ নিজপথে!
কূলের মানুষ ভেসে গেল কত তব এ অকূল স্রোতে!
তব কূলে যারা নিতি রচে নীড় তারাই পেল না কূল,
দিশা কি তাহার পাবে এ অতিথি দু'দিনের বুলবুল!
—বুঝি প্রিয় সব বুঝি,
তবু তব চরে চখা কেঁদে মরে চখীরে তাহার খুঁজি'।

*　　　*　　　*

তুমি কি পদ্মা, হারানো গোমতী, ভুলে-যাওয়া ভাগীরথী—
তুমি কি আমার বুকের তলার প্রেয়সী অশ্রুমতী?
দেশ দেশ ঘুরে' পেয়েছি কি দেখা মিলনের মোহানায়,
স্থলের অশ্রু নিশেষ হইয়া যথায় ফুরায়ে যায়?
ওরে পার্বতী উদাসিনী, বল্ এ গৃহ হারারে বল্,
এই স্রোত তার কোন্ পাহাড়ের হাড়-গলা আঁখিজল?
বজ্র যাহারে বিঁধিতে পারেনি, উড়াতে পারেনি ঝড়,
ভূমিকম্পে যে টলেনি, করেনি মহাকালে রে যে ভর,

সেই পাহাড়ের পাষাণের তলে ছিল এত অভিমান ?
এত কাঁদে তুবু শুকায় না তার চোখের জলের বান ?

তুই নারী, তুই বুঝিবি না নদী পাষাণ নরের ক্লেশ,
নারী কাঁদে—তার সে আঁখিজলের আছে একদিন শেষ।
পাষাণ ফাটিয়া যদি কোনোদিন জলের উৎস বহে,
সে জলের ধারা শাশ্বত হয়ে রহেরে চির বিরহে !
নারীর অশ্রু নয়নের শুধু, পুরুষের আঁখিজল
বাহিরায় গ'লে অন্তর হতে অন্তরতম তল !
আকাশের মত তোমাদের চোখে সহসা বাদল নেমে'
রৌদ্রের তাত ফুটে ওঠে সখি নিমেষে সে মেঘ থেমে' !

* * *

ওগো ও কর্ণফুলী !
তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কান-ফুল খুলি' ?
তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন্ তরুণী কে জানে,
"সাম্পান"—নায়ে ফিরেছিল তার দয়িতের সন্ধানে ?
আন্‌মনা তার খুলে গেল খোঁপা, কান-ফুল গেল খুলি'
সে ফুল যত্নে পরিয়া কর্ণে হলে কি কর্ণফুলী ?

যে গিরি গলিয়া তুমি বও নদী, সেথা কি আজিও রহি'
কাঁদিছে বন্দী চিত্রকূটের যক্ষ চির-বিরহী ?
তব এত জল একি তার সেই মেঘদূত-গলা বাণী ?
তুমি কি গো তার প্রিয় বিরহের বিধুর স্মরণখানি ?
ঐ পাহাড়ে কি শিরীঁরে স্মরিয়া ফারেসের ফরহাদ,
আজিও পাথর কাটিয়া করিছে জিন্দেগী বর্‌বাদ ?
সারা গিরি হ'ল শিরীঁ-মুখ হায়, পাহাড় গলিল প্রেমে,
গলিল না শিরীঁ ! সেই বেদনা কি নদী হয়ে এলে নেমে ?
ঐ গিরি-শিরে মজ্‌নুন্ কি গো আজিও দিওয়ানা হয়ে
লায়লির লাগি' নিশিদিন জাগি' ফিরিতেছে রোয়ে রোয়ে ?

পাহাড়ের বুক বেয়ে সেই জল বহিতেছ তুমি কিগো ?—
দুষ্মন্তের খোঁজে-আসা তুমি শকুন্তলার মৃগ ?
মহাশ্বেতা কি বসিয়াছে সেথা পুণ্ডরীকের ধ্যানে ?—
তুমি কি চলেছ তাহারি সে প্রেম নিরুদ্দেশের পানে ?
যুগে যুগে আমি হারায়ে প্রিয়ারে ধরণীর কূলে কূলে
কাঁদিয়াছি যত, সে অশ্রু কি গো তোমাতে উঠেছে দুলে' ?

* * *

তুমি শোন শুধু তোমারি নিজের বক্ষের রিণি রিণি।
তব টানে ভেসে আসিল যে ল'য়ে ভাঙা "সাম্পান" তরী,
চাহনি তাহার মুখ-পানে তুমি কখনো করুণা করি'।
জোয়ারে সিন্ধু ঠেলে দেয় ফেলে তবু নিতি ভাটি-টানে
ফিরে ফিরে যাও মলিন বয়ানে সেই সিন্ধুরই পানে !
বন্ধু, হৃদয় এমনি অবুঝ কারো সে অধীন নয় !
যারে চায় শুধু তাহারেই চায়—নাহি মানে লাজ ভয়।
বারে বারে যায় তারি দরজায়, বারে বারে ফিরে আসে !
যে আগুনে পু'ড়ে মরে পতঙ্গ-ঘোরে সে তাহারি পাশে !

তব জলে আমি ডুবে মরি যদি, নহে তব অপরাধ,
তোমার সলিলে মরিব ডুবিয়া, আমারি সে চির-সাধ !
আপনার জ্বালা মিটাতে এসেছি তোমার শীতল তলে,
তোমারে বেদনা হানিতে আসিনি আমার চোখের জলে !
অপরাধ শুধু হৃদয়ের সখি, অপরাধ কারো নয় !
ডুবিতে যে আসে ডোবে সে একাই, তটিনী তেমনি বয়।

* * *

সারিয়া এসেছি আমার জীবনে কূলে ছিল যত কাজ,
এসেছি তোমার শীতল নিতাল জুড়াইতে তাই আজ !
ডাকনি ক' তুমি, আপনার ডাকে আপনি এসেছি আমি
যে বুকের ডাক শুনেছি শয়নে স্বপনে দিবস-যামী।

হয়ত আমারে লয়ে অন্যের আজও প্রয়োজন আছে,
মোর প্রয়োজন ফুরাইয়া গেছে চিরতরে মোর কাছে!
—সে কবে বাঁচিতে চায়,
জীবনের সব প্রয়োজন যার জীবনে ফুরায়ে যায়!

জীবন ভরিয়া মিটায়েছি শুধু অপরের প্রয়োজন,
সবার খোরাক জোগায়ে নেহারি উপবাসী মোরই মন!
আপনার পানে ফিরে দেখি আজ—চলিয়া গেছে সময়,
যা' হারাবার তা' হারাইয়া গেছে, তাহা ফিরিবার নয়!
হারায়েছি সব, বাকী আছি আমি, শুধু সেইটুকু লয়ে
বাঁচিতে পারি না, যত চলি পথে তত উঠি বোঝা হয়ে।

বহিতে পারি না আর এই বোঝা, নামানু সে ভার হেথা;
তোমার জলের লিখনে লিখিনু আমার গোপন ব্যথা!
ভয় নাই প্রিয়, নিমেষে মুছিয়া যাইবে এ জল-লেখা
তুমি জল-হেথা দাগ কেটে কভু থাকে না কিছুরি রেখা!
আমার ব্যথায় শুকায়ে যাবে না তব জল কা'ল হ'তে,
ঘূর্ণাবর্ত জাগিবে না তব অগাধ গভীর স্রোতে।
হয়ত ঈষৎ উঠিবে দুলিয়া, তারপর উদাসিনী,
বহিয়া চলিবে তব পথে তুমি বাজাইয়া কিঙ্কিনী!
শুধু লীলাভরে তেমনি হয়ত ভাঙিয়া চলিবে কূল,
তুমি র'বে, শুধু র'বে নাক' আর এ গানের বুলবুল্!

তুষার-হৃদয় অকরুণা ওগো, বুঝিয়াছি আমি আজি
দেওলিয়া হয়ে কেন তব তীরে কাঁদে "সাম্পান"—মাঝি।

দেখিয়াছি হিমালয় করিনি প্রণাম

দেখিয়াছি হিমালয়, করিনি প্রণাম,
দেবতা দেখিনি, দেখিয়াছি স্বর্গধাম।....
সে দিন প্রথম যবে দেখিনু তোমারে,
হে বিরাট, মহাপ্রাণ কেন বারে বারে
মনে হ'ল এতদিনে দেখিনু দেবতা!
চোখ পু'রে এল জল, বুক পু'রে কথা।
ঠেকিল ললাটে কর আপনি বিস্ময়ে,
নব লোকে দেখা যেন নব পরিচয়ে।

কোথা যেন দেখেছিনু কবে কোন্ লোকে,
সে-স্মৃতি দেখিনু তব অশ্রুসিক্ত চোখে।
চলিতে চলিতে পথে দূর পথচারী
আসিলাম তব দ্বারে, বাহু আগুসারি'
তুমি নিলে বক্ষে টানি' কহ নাই কথা,
না কহিতে বুঝেছিলে ভিখারীর ব্যথা।
মুছায়ে পথের ধূলি অফুরান স্নেহে—
নিন্দা-গ্লানি-কলঙ্কের কাঁটা-ক্ষত দেহে
বুলাইলে ব্যথা-হরা স্নিগ্ধ শান্ত কর,
দেখিনু দেবতা আছে আজো ধরা প'র!

॥ ২ ॥

নূতন করিয়া ভালোবাসিনু মানবে,
যাহারা দিয়াছে ব্যথা তাহাদেরি স্তবে

ভরিয়া উঠিল বুক, গাহি নব গান !
ভুলি নাই, হে উদার, তব সেই দান !

উড়ে এসেছিনু ভগ্ন পক্ষ চক্রবাক
তব শুভ্র বালুচরে, আবার নির্বাক
উড়িয়া গিয়াছি কবে, আজো তার স্মৃতি
হয়ত জাগিবে মনে শুনি' মোর গীতি !

শায়ক বিঁধিয়া বুকে উড়িয়া বেড়াই
চর হ'তে আন্-চরে, সেই গান গাই !....

ভালো বেসেছিলে মোরে, মোর কণ্ঠে গান,
সে গান তোমারি পায়ে তাই দিনু দান !

কেন অজানারে জানি অবহেলা

বন্ধুরা কহে, "হায় কবি খেল এ কি নিষ্ঠুর খেলা
কেন অকারণ অভিমানে আপনারে হানো অবহেলা ?"
হাসিয়া কহিনু—"হয়েছে কি ?" বন্ধুরা কহে—"চুলোর ছাই"।
আদম সৃষ্টি করিছ যে নাশ সেদিকে তোমার দৃষ্টি নাই ?"
আমি কহিলাম—জানি না সৃষ্টি করেছি কি কিছু আমি ?
আমি শুধু জানি, নদীর মতন ছুটিয়া চলেছি দিবাযামী !
সাগরের তৃষা লয়ে নদী শুধু সুমুখে ছুটিয়া যায়
পথে পথে যেতে ঢেউ যে তাহার কত কথা বলে, কত কি পায় !"
অকারণ কথাগুলিরে তাহার যদি কেহ বলে 'চমৎকার'
মধুছন্দা কাব্য-শ্লোক, বাজে তরঙ্গে সুরবাহার।"
কেউ বলে, "পাগলের প্রলাপ, কোনো-মানে নেই ওর কথার—
এ নয় গোলাপ, লিখি কলাপ, এ শুধু প্রকাশ মূর্খতার !"
শোনে না স্তুতি, নিন্দাবাদ—উন্মাদ বেগে প্রবল ঢেউ,
আগে ছুটে চলে, কি গান গায় কি কথা কয় সে, বোঝে না কেউ।
জন্ম-শিখর হইতে মোরে কোন্ সে অসীম সদা সাগর—
টানিয়া আনিল, দিল সে ডাক, তারি পানে ছুটি ছাড়িয়া ঘর।
বন্ধু গো, সুর-স্রষ্টা নই, কবি নই, আমি সাগর-জল
কভু মেঘ হয়ে ঝ'রে পড়ি, কভু নদী হয়ে বহি কেবল।
মৌন উদার হিমালয়ে কভু জমে এই হিম-তুষার
সহসা সে ধ্যান ভাঙে আমার গাঢ় চুম্বনে রাঙা উষার।
কেন সারা রাত জেগে কাঁদি, দিনে কাজ করি, হেসে বেড়াই
আমিই জানি না ! জানি না কি লিখেছি, কি সুরে কি গান গাই !

পাগলের মত বকি প্রলাপ, কেন যে ভিক্ষা চাই আমি
হয়ত জানে পরমোন্মাদ পরম-ভিক্ষু মোর স্বামী !
কেউ বলে, আমি নদীর ঢেউ ত্বকূলে ফুটাই ফুল-ফসল
কেউ বলে, আমি কূল ভাঙি ধ্বংস-বিলাসী বন্যা-জল।
যার যাহা সাধ বলিয়া যায়। আমি মোর পথে তেমনি ধাই
ওরা কূলে বসে আমারে কয়, "কার সাথে কহ কি কথা ছাই ?
বুঝিতে পারি না, কেন আসি, তোমারে কেন যে ভালবাসি,
মনে হয়, বিনা প্রয়োজনের তব এ কান্না, তব হাসি !"
আমি কহি, "প্রিয় সাথীরা মোর, ছিনু রংরেজ আস্‌মানে
যে তুলি আঁকিত রামধনু, বাঁশী বাজিত যে-গুলিস্তানে,
সে বাঁশী সে তুলি কোন্ সে চোর লয়ে গেছে চুরি করিয়া হায়।
আমার মনের ছন্দিতা আর সে নূপুর পরে না পায় !
রস-প্রমত্ত অশান্ত চলিতেছিলাম রাজ-পথে
সম্মুখে এল ভিখারিণী মৃত ছেলে-কোলে কোথা হ'তে !
কহিল, "বিলাসী ! পুত্র মোর, দুধ পায় নাই এক ঝিনুক
শুকায়ে নিয়াছে অন্নহীন দেখো দেখো এই মায়ের বুক !
মাতৃ-স্তন্য পায়নি সে, তাই দিয়াছে মৃত্যু স্তন্য তায়,
কাফন কেনার পয়সা নাই, কি পরায়ে গোরে দিব বাছায় ?"
সাত আসমান যেন হঠাৎ দুলিতে লাগিল ঘোর বেগে,
ঝরিতে লাগিল গ্রহ-তারা টুকরো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে।
কহিলাম, "মাগো, আমি কবি, দেশে ফিরি নাকি রস ঢেলে,
সে রসের কিছু পাওনি কি তুমি আর তব মৃত ছেলে ?"
কহে ভিখারিণী আঁখি জলে, "রস-পান ? সে ত বিলাসীদের !
তেল দাও তুমি তেলা মাথায়, হায়, কেহ নাই ভিক্ষুকের।"
মরা খোকা লয়ে ভিখারিণী চলে গেল কোন্ পথে সুদূর
জ্ঞান হ'লে আমি চেয়ে দেখি,—বুকে জাগে গোর মরা শিশুর !

ভেঙে চূরমার হয়ে গেছে বিলাসের বেণু, রাঙা গেলাস
পাঁশের স্তূপের পাশে প'ড়ে আতরদানী ও গোলাব-পাশ।
যেতে যেতে দেখি, মোটরকার ধাক্কা মারিয়া অন্ধে হায়
ছুটে চলে গেল চার চাকার, চার-পায়া চ'ড়ে অন্ধ যায় !!
বন্ধু বিলাস সৃষ্টি এই আমার কবিতা, আমার গান
অন্ধেরে আলো দিত যদি, অপঘাতে তার যেত না প্রাণ !
যেতে যেতে হেরি বস্তিতে শুয়ে আছে কারা ভাঙা কাঁচে !
গুদামঘরের বস্তা, এই বস্তির চেয়ে সুখে আছে।
রূপ দেখিয়াছি কল্পনায়, এঁকেছি স্বপ্ন গুল্‌বাহার,
দেখিনি শ্রীহীন এই মানুষ জীর্ণ হাড্ডি-চামড়া সার !
নগ্ন ক্ষুধিত ছেলে মেয়ে কাঁদায় কাঁদিয়া মায়ের প্রাণ,
শুনিলাম আমি এই প্রথম শিশুর কাঁদনে আল্‌-কোরাণ।
মোর বাণী ছিল সে-লোকের আল্লার বাণী শুনিনু এই,
বিলাসের নেশা গেল টুটে, জেগে দেখি আর সে আমি নেই !
গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরে দেখিয়াছি পায়ে দলা কাদা-মাখা কুসুম
বক্ষে লইয়া কাঁদিছে মা, চক্ষে পিতার নাহিক ঘুম।
শিয়রের দীপে তৈল নাই, পীড়িত বালক কাঁদিয়া কয়,
"দেখিতে পাইনা মা তোর মুখ, বাবা কোথা, বড় লাগিছে ভয়।"
মাঠের ফসল কাজ্‌লা মেঘ স্বপ্নে দেখিছে ঘুমায়ে বান
সর সর পুত্ত্রেরে বাঁচায় শ'র মমতার উষ্ণ তান !
জমিদার মহাজন পাড়ায় মোদের বিয়ের বাজে শানাই
ইহাদের ঘরে বালি নাই, ওদের গোয়ালে দুধলি গাই !
আগুন লাগুক রস-লোকে, কতদূরে সেথা ক'ারা থাকে ?
অভিশাপ দিনু—নামিবে সব এই দুখে শোকে, এই পাঁকে !
প্রায়শ্চিত্ত করি আমি—বন্ধু আমারে ক'রো ক্ষমা !
বহু ভোগ বহু বিলাস পাপ, প্রভুজী জানেন, আছে জমা।

এই ক্ষুধিত ও ভিক্ষুকের আজীবন পদ সেবা করি'
প্রায়শ্চিত্ত মোর ভোগের পূর্ণ করিয়া যেন মরি !
ওরা যদি আত্মীয় নহে কেন এ আত্মা কাঁদে আমার ?
উহাদের তরে কেন এমন বুকে ওঠে রোদনের জোয়ার ?
মুক্তি চাহি না, চাহি না ফল, ভিক্ষার বুলি চাহি আমি
এদেরই লাগিয়া মাগিব ভিখ দ্বারে দ্বারে কেঁদে দিবাযামী।
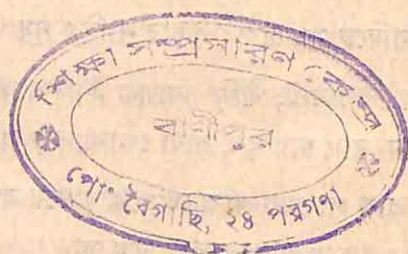
শিখা

যৌবনের রাগ-রক্ত লেলিহান শিখা
জ্বলিয়া উঠিবে কবে ভারতে আবার
জড়তার ধূম-পুঞ্জ বিদারণ করি,
উদ্ভাসিয়া তমসার তিমির-শর্বরী।
কোথা সেই অনাগত সাগ্নিক পুরোধা?
নির্বাপিত প্রায় এই যজ্ঞ হোমানলে
উচ্চারিয়া বেদ-মন্ত্র দানিবে আহুতি
নব নব প্রাণের সমিধ্ কে জোগাবে সেথা?
—হায়রে ভারত হায় যৌবন তাহার—
দাসত্ব করিতেছে অতীত জরার!
জরাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী বৃদ্ধ জরদ্গব্
দেখায়ে গলিত মাংস চাকুরির মোহ
যৌবনের টিকা পরা তরুণের দলে
আনিয়াছে একেবারে ভাগাড়ে শ্মশানে
যৌবনে বাহন করি পঙ্গু জরা আজি
হইয়াছে ভারতে জন গণ পতি!
যে হাতে পাইত শোভা খর-তরবারি
সেই তরুণের হাতে ভোট-ভিক্ষা ঝুলি বাধিয়া দিয়াছে
হায় রাজনীতি ইহা! পলায়ে এসেছি আমি
দুই হাতে লজ্জায় নয়নে ঢাকিয়া—
যৌবনের এ লাঞ্ছনা দেখিবার আগে
কেন—আমার মৃত্যু হইল না?
যৌবনের আবরণে ভারতে কি তবে
ফিরিতেছে দলে দলে বৃদ্ধপ্রাণ জরা
নহিলে এ সিন্দ্‌বাদ কেমনে ফিরিছে
যৌবনের স্কন্ধে চড়ি আজো?—

অতীতের অর্থ ভূত। সেই অদ্ভুত
অতীত কি বর্তমানে এখনো শাসিবে?
এই ভূতগ্রস্ত জাতি জানি না কেমনে কভু
পাইবে স্ব-রাজ—হইবে স্বাধীন!
রে তরুণ! তোমারে হেরিয়া আমি কাঁদি
অসম্ভবের পথে অভিযান যার
সুদূর ভবিষ্যতে সুর্মদ দুর্বার
সে আজি অতীত পানে মেলিয়া নয়ন
কেবলি পিছনে চলে নেতার আদেশে
তলোয়ার হইয়াছে লাঙলের ফলা।

তোমাদেরই মাঝে আছে নেতা তোমাদের
তোমাদেরই বুকে জাগে নিত্য ভগবান
ভয় হীন দ্বিধাহীন মৃত্যুহীন তিনি
তোমারে আধার করি সেই মহাশক্তি
প্রকাশিতে চান নিত্য। চাহ আঁখি খুলি
আপনার মাঝে দেখ আপন স্বরূপ
অতীতের দাসত্ব ভোলো—
বৃদ্ধ সাবধানী কভু হইতে পারে না তোমাদের নেতা
তোমাদের মাঝে আছে বীর সব্যসাচী—
আমি শুনিয়াছি বন্ধু সেই ঐশী বাণী
উর্ধ্ব হতে রুদ্র মোরে নিত্য কহে হাঁকি
শোনাতে এ কথা— এই তাঁহার আদেশ!

তোমাদের প্রাণের এ অনির্বান শিখা
যৌবনের হোম-কুণ্ড পাশে বৃদ্ধ বসি' আগুন পোহাবে
বন্ধু, এ দৃশ্য দেখিতে যেন নাহি বাঁচি আর
সমাধি হইতে আর যেন নাহি উঠি প্রলয়ের আগে!!